2010

Kishor-kishorider jonno ortho sikkha: Dishari shohayika [Financial education for adolescents: Mentor's manual]

Sigma Ainul
Population Council

Marzina Khatun

Najneen Mahbooba

Follow this and additional works at: https://knowledgecommons.popcouncil.org/departments_sbsr-pgy

Part of the [Demography, Population, and Ecology Commons](#), [Family, Life Course, and Society Commons](#), [International Public Health Commons](#), [Maternal and Child Health Commons](#), [Medicine and Health Commons](#), and the [Women's Health Commons](#)

How does access to this work benefit you? Let us know!

Recommended Citation

Ainul, Sigma, Marzina Khatun, and Najneen Mahbooba. 2010. "Kishor-kishorider jonno ortho sikkha: Dishari shohayika [Financial education for adolescents: Mentor's manual]." Dhaka: Population Council.

This Guide/Toolkit is brought to you for free and open access by the Population Council.

কিশোর-কিশোরীদের জন্য

অর্থ শিক্ষা

দিশারী সহায়িকা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য

অর্থ শিক্ষা

দিশারী সহায়িকা

সেপ্টেম্বর-২০১০

এই ম্যানুয়ালটি ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID) এর অর্থায়নে প্রণীত হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদেরকে আর্থিক শিক্ষা প্রদান করা যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ করে উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হলে অর্থ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তুলবে।

যোগাযোগ:

পপুলেশন কাউন্সিল

বাড়ি নং: সি ই এস (বি) ২১, সড়ক নং: ১১৮

গুলশান, ঢাকা, বাংলাদেশ

ফোন: ৮৮০- ২- ৮৮২১২২৭, ৮৮২৬৬৫৭

ফ্যাক্স: ৮৮০- ২- ৮৮২৩১২৭

ই-মেইল: info.bangladesh@popcouncil.org

ওয়েবসাইট: www.popcouncil.org

পপুলেশন কাউন্সিল একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস এবং দারিদ্র্য, জেভার বৈষম্য ও যুবদের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। পপুলেশন কাউন্সিলের লক্ষ্য হলো সুবিধা বঞ্চিত ও অনুন্নত এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার গুণগত মান উন্নয়নে সরকারি, বেসরকারী এবং ব্যক্তিগতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার গুণগতমান উন্নয়নে সহায়তা করা। পপুলেশন কাউন্সিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জনগণের কল্যাণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ ও সম্পত্তির মধ্যে সমতা, ন্যায় পরায়নতা ও মানবতা অর্জনে কাজ করে থাকে। পপুলেশন কাউন্সিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারভিত্তিতে কর্মসূচী উন্নয়নকল্পে গবেষণার মাধ্যমে বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বিভিন্ন নীতি ও কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান দিয়ে থাকে।

লেখক স্বত্ব @ ২০১০ পপুলেশন কাউন্সিল

এই ডকুমেন্টটি পপুলেশন কাউন্সিলের অনুমতি ছাড়া যে কোন সময় আংশিক বা পুরোপুরি অনুলিপি তৈরি করা যাবে, সেক্ষেত্রে যথাযথ উদ্ধৃতির উল্লেখ থাকতে হবে তবে সেই অনুলিপি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রস্তাবিত উদ্ধৃতি: পপুলেশন কাউন্সিল, ২০১০, কিশোর-কিশোরীদের জন্য অর্থ শিক্ষা ম্যানুয়াল, ঢাকা, পপুলেশন কাউন্সিল

কিশোর-কিশোরীদের জন্য

অর্থ শিক্ষা

দিশারী সহায়িকা

নির্দেশনা	:	ড. ওবায়দুর রব ড. সাজেদা আমিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আফতাব উদ্দিন আহমদ রাশিদা পারভীন
রচনা	:	সিগমা আইনুল নাজনিন মাহবুবা মর্জিনা খাতুন
পর্যালোচনা	:	লায়লা রহমান, পপুলেশন কাউন্সিল এম. মহিউজ্জামান, ইউসেপ বাংলাদেশ মোহাঃ আব্দুল মান্নান, ইউসেপ বাংলাদেশ মোহাঃ হাবিবুর রহমান, ইউসেপ বাংলাদেশ ড. শাহানা নাজনীন, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ
প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন	:	শিমুল সায়ন্তি

সহায়িকাটি যেভাবে ব্যবহার করতে হবে

দিশারী পদ্ধতি এমন যে সবকিছু ছকবদ্ধ করে ফেললে এই পদ্ধতির মূল ব্যাপারটি আর থাকে না। এজন্য শিক্ষক ম্যানুয়ালে যেমন প্রতি ধাপে ধাপে কিভাবে ক্লাস পরিচালনা করতে হবে, কখন কোন বিষয় নিয়ে কী কথা শিক্ষার্থীকে বলবে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে, দিশারী ম্যানুয়ালে তা থাকবে না। কারণ নির্দেশনায় যদি দিশারী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কিভাবে যোগাযোগ হবে তা বেঁধে দেয়া হয় তাহলে দিশারী সম্পর্কের মধ্যকার সহজতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা বিঘ্নিত হবে। এছাড়া দিশারী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কটি পারস্পরিক; যে পদ্ধতি একজন শিক্ষার্থীর জন্য ফলপ্রসূ তা অন্য শিক্ষার্থীর জন্য ভাল নাও হতে পারে। আর এখানেই চিরাচরিত ক্লাসরুম লেকচার পদ্ধতি থেকে দিশারী পদ্ধতি আলাদা এবং এর সাফল্য নির্ভর করছে দিশারী ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগের উপর। দিশারী পদ্ধতিতে দিশারী ও শিক্ষার্থী কী বিষয় নিয়ে কথা বলবে এবং উদ্দেশ্যটি নির্দিষ্ট; কিন্তু কিভাবে আলোচনাটি করবে- এই যোগাযোগের ধরণ ছকবদ্ধ করা যাবে না। দিশারী ও শিক্ষার্থী একে অপরকে বুঝবে এবং তারাই মিলিতভাবে ঠিক করবে শিক্ষার্থী কিভাবে আলোচনা করবে। তবে দিশারী পদ্ধতিটি আমাদের দেশে একদম নতুন; একটি কাঠামো দেয়া হয়েছে যে দিশারী ও শিক্ষার্থী একসাথে কী কী কাজ করবে এবং অর্থশিক্ষার কী কী বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবে তা। অর্থ শিক্ষার বিষয়বস্তুর বাইরেও তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, পেশা, ক্যারিয়ার, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আলোচনা করবে।

দিশারী পদ্ধতিতে অর্থ শিক্ষা ম্যানুয়ালটি দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে দিশারী পদ্ধতি কী, দিশারী কারা, দিশারীর গুণাবলী, দিশারী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত এবং কী পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ ও অন্যান্য তথ্যের আদান-প্রদান হবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে অর্থ শিক্ষার মূল কারিকুলামটি রাখা হয়েছে।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ.....	ix
কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....	xi
প্রথম অংশ- মেন্টরিং বা দিশারী পদ্ধতি	xii
দ্বিতীয় অংশ- অর্থ শিক্ষা	১
অর্থ শিক্ষার গুরুত্ব ও কোর্স পরিচিতি.....	৩
অধ্যায় ১: পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ.....	৯
১.১: পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ- মুক্ত চিন্তা	১১
১.২: পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ- দিশারীর সাথে আলোচনা	১৭
১.৩: পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ- বিশ্লেষণ	২৯
অধ্যায় ২: পরিকল্পনা.....	৩৩
২.১: পরিকল্পনা- মুক্ত চিন্তা	৩৫
২.২: পরিকল্পনা- দিশারীর সাথে আলোচনা	৩৯
২.৩: পরিকল্পনা- বিশ্লেষণ	৫৭
অধ্যায় ৩: সঞ্চয়	৬১
৩.১: সঞ্চয়- মুক্ত চিন্তা	৬৩
৩.২: সঞ্চয়- দিশারীর সাথে আলোচনা	৬৭
৩.৩: সঞ্চয়- বিশ্লেষণ	৮৭
অধ্যায় ৪: ঋণ.....	৯১
৪.১: ঋণ- মুক্ত চিন্তা	৯৩
৪.২: ঋণ- দিশারীর সাথে আলোচনা	৯৭
৪.৩: ঋণ- বিশ্লেষণ	১১৫
অধ্যায় ৫: বাজেট	১১৯
৫.১: বাজেট- মুক্ত চিন্তা	১২১
৫.২: বাজেট- দিশারীর সাথে আলোচনা	১২৫
৫.৩: বাজেট- বিশ্লেষণ	১৪২

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কিশোর-কিশোরী। এদের অনেকেই বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকা স্বত্বেও আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব রয়েছে। অর্থ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নয় বলে তারা আর্থিক পরিকল্পনা, আয়ের উৎস ও খরচের বিভিন্ন খাত, ব্যবসা, সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও পরিকল্পনা, বাজেট প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয় না। তাই উপার্জনমূলক কাজে প্রবেশের শুরুতেই অর্থ শিক্ষা সম্পর্কে জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কোন ধরনের সঞ্চয় করতে পারে না। আবার যে অল্প সংখ্যক কিশোর-কিশোরী অর্থ সঞ্চয় করে তাদের একটি বড় অংশই পরিকল্পনা মাফিক সঞ্চয় করতে পারে না। এছাড়া অর্থ আয় ও ব্যয়ের হিসাব লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও তারা ভাবে না। কিশোর-কিশোরীদের বয়সটিই এমন যে এই বয়সটিতে যে অভ্যাস গড়ে ওঠে সেটিই ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে স্থায়ী রূপ লাভ করে। তাই প্রতিটি কিশোর-কিশোরীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা, দৈনন্দিন জীবনের জন্য বাজেট প্রণয়ন এবং সুষ্ঠু হিসাব রাখার জন্য অর্থ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

কিশোর কিশোরীদের অর্থ শিক্ষা বিষয়ে পপুলেশন কাউন্সিল, ব্র্যাক এবং ইউসেপ বাংলাদেশ যৌথভাবে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID)-এর অর্থায়নে ১৪ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য “Promoting Financial Education through Mentoring Relationships” প্রকল্পটি ২০১০ সালে বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো অর্থ শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের অর্থ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো। প্রকল্পের কার্যক্রম হিসেবে শহর ও গ্রাম উভয় পর্যায়েই এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঢাকায় মিরপুরের ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুলে এবং টাঙ্গাইলে ব্র্যাকের ১২ টি কিশোরী ক্লাবে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্য পৃথক দুইটি ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ম্যানুয়াল এ ১৫টি অধ্যায়ে অর্থ শিক্ষা বিষয়ক ৫টি মূল বিষয়- অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ, পরিকল্পনা, সঞ্চয়, ঋণ ও বাজেট-অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অর্থ শিক্ষা বিষয়ক ম্যানুয়ালটি প্রণয়নের জন্য দেশের ও দেশের বাইরের বেশ কিছু পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ব্র্যাকের ‘আবৃত’ ও ‘আফলাতুন’-এর কারিকুলাম, সিএমইএস-এর ‘ব্যবসায়ী হতে হলে’ এবং জবস্-এর ‘আমার ব্যবসা’ কারিকুলাম আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া দেশের বাইরের কারিকুলামগুলোর মধ্যে কেনিয়ার ‘ফিন্যান্সিয়াল এডুকেশন কারিকুলাম ফর কিবেরা’ এবং কম্বোডিয়ায় আইএলও-এর ‘ফিন্যান্সিয়াল এডুকেশন কারিকুলাম’ আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

সর্বোপরি প্রশিক্ষকদের জন্য প্রণীত এই ম্যানুয়ালটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অর্থবহ করে কিশোর-কিশোরীদের দৈনন্দিন জীবনে সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID)-এর প্রতি এই প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য। এই গবেষণা প্রকল্পটি শুরু করতে উৎসাহ ও নির্দেশনা দেয়ার জন্য মিস বারবারা পেইন এবং জনাব ফজলে রাব্বানীর প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্র্যাক ও ইউসেপ বাংলাদেশ- এর শতাধিক প্রশিক্ষণার্থীদের যাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই অর্থ শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না।

ম্যানুয়ালটি সফলভাবে বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য এবং বাস্তবায়নে নির্দেশনা দেয়ার জন্য ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির উপদেষ্টা কানিজ ফাতেমা, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম, কর্মসূচি প্রধান শহিদুল হাসান এবং ইউসেপ বাংলাদেশ এর প্রোগ্রাম পরিচালক এম. মহিউজ্জামান- এর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ইউসেপ বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যারা শহর পর্যায়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নিবেদিত ছিলেন। এরা হলেন- মোহাঃ আব্দুল মান্নান, মোহাঃ হাবিবুর রহমান, এস. এম. শামীম আহসান ও মোঃ আইয়ুব আলী সরকার।

আমরা ধন্যবাদ জানাই ব্র্যাকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যারা গ্রাম পর্যায়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নিবেদিত ছিলেন। এরা হলেন- খুর্শিদা জাহান, মিতালী দাস, ইসমত আরা, শেফালী খাতুন, খালেদা পারভীন, মোঃ গোলাম মোস্তফা ও বীণা পানি।

পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা ও অবহিতকরণ কর্মশালা পরিচালনা করার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ এর কাছে এবং কর্মশালাটিতে মডারেটর হিসাবে ভূমিকা পালনের জন্য অর্থনীতিবিদ সাঈদ কবির এবং চট্টগ্রাম স্কিলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল হক এর কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কর্মশালাটিতে অংশ নেয়ার জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ডিএফআইডি (DFID), ব্র্যাক, ইউসেপ, ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, সেভ দি চিলড্রেন ইউকে, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, কেয়ার ইন্টার ন্যাশনাল বাংলাদেশ, সিএমইএস, গ্রামীণ শিক্ষা, শক্তি ফাউন্ডেশন, সাজেদা ফাউন্ডেশন, এ্যাকশন এইড, মাইডাস, পায়াক্ট বাংলাদেশ, ক্যাম্পে, নারী মৈত্রী, বিকেটিটিসি, এএসডি, মেরী স্টোপস, বিসিক, বিআইবিএম, আইসিএমএবি, টিএমএসএস, অনুকূল ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, আরটিএম ইন্টার ন্যাশনাল, ইউএসএআইডি এবং ইউল্যাব থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের।

পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দিশারী নির্বাচন ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত কর্মশালায় অংশ নেয়ার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ব্র্যাকের কর্মকর্তা শহিদুল হাসান, রাশিদা পারভীন, ওয়াহিদা ইফাত, হরষিত মন্ডল, শামীম ইউসুফ, ফারজানা কাশফীর কাছে এবং ইউসেপের কর্মকর্তা এম. মহিউজ্জামান, মোহাঃ আব্দুল মান্নান, মোহাঃ হাবিবুর রহমান এবং কে. এম. সালেহীন- এর কাছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করার জন্য পপুলেশন কাউন্সিলের মোঃ মশিউর রহমান, ফারহানা আক্তার, ঈশিতা জাহান, কাজী তামান্না কেয়া, নন্দিনী লোপা এবং রিনাত আক্তারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া বিশেষভাবে সহযোগিতা করার জন্য পপুলেশন কাউন্সিলের দীপক কুমার শীল, মোঃ মামুন-অর রশীদ, মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং মোর্শেদা রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ম্যানুয়ালটি তৈরির সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার জন্য পপুলেশন কাউন্সিলের মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান খান, বুশরা জামান এবং নার্গিস সুলতানাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ব্র্যাক এডোলেসেন্ট ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ADP)-এর সিনিয়র মেটেরিয়াল ডেভলপার স্পেশালিষ্ট মর্জিনা খাতুন, নাজনিন মাহবুবা, প্রশিক্ষক সুস্মিতা আস্জাদ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউসেপ ও ব্র্যাকের শিক্ষক, দিশারী ও দিশারী সাথীদের। তারা হলেন:- **ব্র্যাকের শিক্ষক:** আনোয়ারা বেগম, হেনা খাতুন, নাসিমা আক্তার, শাহিদা খাতুন, শেফালী জেসমিন, সানজিদা আফরিন লিজা; **দিশারী সাথী:** শারমিন জাহান, শিমুল, সুমি আক্তার, মলিদা আক্তার, মমতাজ পারভীন ও তানজীম ইসলাম উর্মি; **দিশারী:** শারমিন জাহান, মাহমুদা খাতুন, শিমুল, নাজমুন্নাহার, পপি আক্তার, সীমা কর্মকার, ঝর্ণা কর্মকার, সুবর্ণা, মলিদা আক্তার, কল্পনা আক্তার, পাপিয়া খাতুন, সালমা খাতুন, মমতাজ পারভীন, দুলালী আক্তার, বিনা আক্তার, তানজীম ইসলাম উর্মি, দিলারা ইসলাম, মলি আক্তার; **ইউসেপ-বাংলাদেশের শিক্ষক:** শিরিনা আক্তার, লুবনা রহমান, হোসনা খাতুন, শাহনাজ বেগম, রেখা বেগম, এবং আকলিমা সুলতানা; **দিশারী সাথী:** দিলরুবা আক্তার, জোসনা আক্তার, লুবনা আহমেদ, গুলশান আরা বেগম, রোজিনা আক্তার এবং নাসরিন জান্নাত; এবং **দিশারী:** জেসমিন আক্তার, সীমা আক্তার, সুরাইয়া আক্তার, আসমা আক্তার, শিউলি আক্তার, আয়শা আক্তার, পলি আক্তার, শাফিয়া আক্তার, শারমিন সুলতানা, স্বপ্না আক্তার, সোনিয়া আক্তার, ইতি আক্তার, লিপি আক্তার, সাজিয়া আফরিন, সালমা আক্তার, শিউলি আফরোজ, ফাতেমা আক্তার, স্বর্ণা আক্তার।

প্রথম অংশ

১. মেন্টরিং

১.১. মেন্টর ও মেন্টরিং কী

সাধারণত আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান করে থাকেন যেটি ‘লেকচার’ পদ্ধতি নামে পরিচিত। ‘লেকচার’ পদ্ধতি মূলত একমুখী শিক্ষা যেখানে শিক্ষক জ্ঞান প্রদান করেন এবং শিক্ষার্থী সেটি গ্রহণ করে। এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি থেকে নতুন আসিকে যেখানে সরাসরি বক্তৃতা নয়; বরং কারও জীবনাচরণ দেখে, তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে, সাক্ষাৎ ও যোগাযোগের মাধ্যমে শেখা- এই পদ্ধতিটি হচ্ছে মেন্টরিং।

‘মেন্টর’ বা দিশারী হচ্ছেন এমন একজন যিনি একটু অভিজ্ঞ, যিনি কিছুদিন আগে এখনকার শিক্ষানবিশ যারা তাদের পথ ধরে হেঁটেছেন এবং ধীরে ধীরে ধাপগুলি অতিক্রম করে নিজেদের জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন। মেন্টর এমন একজন যে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এখনকার শিক্ষানবিশের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে পরের প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

মেন্টরের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজতে গেলে চিরাচরিত গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের কথা ভাবা যায়, যেখানে ‘গুরু’ হলেন মেন্টর এবং ‘শিষ্য’ হচ্ছে মেন্টি। কিন্তু প্রথাগত গুরু-শিষ্যের ধারণার মধ্যে সম্পর্কের সহজতা ও উভমুখী সম্পর্কের কোথাও একটা বাধা আছে। আমরা যে ধরনের মেন্টরিংয়ের কথা ভাবছি, তা চিন্তা করে ‘মেন্টর’-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে ‘দিশারী’- যে কিশোরীকে ‘দিশা’ বা পথ দেখাবে।

১.২. কারা মেন্টর বা দিশারী হবে

দিশারী কিশোরীর চেয়ে বয়সে সামান্য বড় এবং তার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ কিশোরীটিরই মত; দিশারী খুব প্রতিষ্ঠিত কেউ না বা সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে খুব দূরের কেউ না যাকে কিশোরীটি কখনো ছুঁতে পারবে না বলে মনে না করে। কিশোরীর থেকে তার বয়সের পার্থক্যও খুব বেশি না; ৪-৫ বছরের বড়, কিন্তু সাফল্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় এখন কিশোরীর থেকে এগিয়ে যিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উদাহরণের মাধ্যমে কিশোরীর ক্যারিয়ার,

আর্থিক জ্ঞান এবং জীবন গঠনে ভূমিকা রাখবেন/ দিক নির্দেশনা দিবেন। দিশারীরা কয়েক বছর আগেও কিশোরীদের অবস্থানে ছিল; এখন কিছুটা এগিয়ে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে কিশোরীর দিশারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক-এদেরকেই আমরা দিশারী হিসেবে উপযুক্ত মনে করেছি।

১.৩. শিক্ষার্থীর ভূমিকা কী হবে

দিশারী পদ্ধতিতে কেউ কারও শিক্ষক নয়; শিক্ষার্থী নিজের উৎসাহে দিশারী ও দিশারী সাথীর সহায়তায় অর্থ শিক্ষা কারিকুলামের বিষয়বস্তু নিজের জীবনে আয়ত্ত্ব করবে। দিশারীর সাথে কথা বলে, প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে ওয়ার্কবুক অনুশীলনীগুলি করবে। দিশারীর কর্মজীবন সম্পর্কে জানবে, নিজের ক্যারিয়ার ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করবে। শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে দিশারী পদ্ধতিতে শিখে নেয়ার দায়িত্বভার শিক্ষার্থীর উপর। শিক্ষার্থীকে দিশারী বা দিশারী সাথীর কাছ থেকে নির্দেশনার জন্য বসে থাকলে চলবে না। শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে, সে একজন পথিক যে পথ চিনে নিতে চায়। এজন্য পথিককেই অগ্রণী হয়ে পথের দিশা জানতে চাইতে হবে। পথের দিশা দেখিয়ে দেবার জন্য দিশারী ও দিশারী সাথী কাজ করবে। দিশারী পদ্ধতির সাফল্যের মূলমন্ত্রই হচ্ছে শিক্ষার্থীর উৎসাহ এবং দিশারীর নিঃস্বার্থ সহযোগিতার মনোভাব ও পথ নির্দেশনা।

১.৪. দিশারী সাথী কে এবং তার ভূমিকা কী

দিশারী সাথী কিশোরীর সাথে দিশারীর যোগসূত্র স্থাপন করে দিবেন। দিশারী সাথীর তত্ত্বাবধানে দিশারী ও কিশোরী ক্লাসে সাক্ষাৎ করবে এবং অর্থ শিক্ষা বিষয়ক ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করবে। প্রতি দিশারীর সাথে ৫-৭ জন কিশোরী মিলে একটি দিশারী দল গঠিত হবে এবং দিশারী সাথীর তত্ত্বাবধানে প্রতি ক্লাসে এরকম তিনটি দিশারী দল কাজ করবে। দিশারীর অনুপস্থিতিতে দিশারী সাথী দিশারীর ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া তিনি দিশারীর সাথে আলোচনার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কিশোরীকে অর্থ শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিবেন এবং

কিভাবে ব্যবহারিক ও বাস্তবতার নিরিখে দিশারীকে প্রশ্ন করে দিশারীর সাথে আলোচনাটি আরও ফলপ্রসূ করা যায় এ ব্যাপারে কিশোরীকে সাহায্য করবেন।

দিশারী সাথীর তত্ত্বাবধান ছাড়া ক্লাসের সময়ের বাইরেও দিশারী ও শিক্ষার্থী যেকোন সময় সাক্ষাৎ ও যেকোন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করতে পারবে- এ ব্যাপারে দিশারী সাথী হস্তক্ষেপ করবে না।

১.৫. দিশারীর মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিটি কেমন হবে

চার্ট ১: দিশারী পদ্ধতির মাধ্যমে শেখা

একজন দিশারী ও ৫-৬ জন কিশোরী মিলে একটি দিশারী দল গঠিত হবে। দিশারী দল নিজেদের পছন্দমত দলের নাম ঠিক করবে। এই নির্দিষ্ট দল পুরো কোর্স চলাকালীন সময়ে প্রযোজ্য থাকবে।

১. প্রশ্ন তৈরি / পূর্ব প্রস্তুতি

- আমি কী শিখতে/ জানতে চাই?
- কিভাবে দিশারীর কাছ থেকে তা জেনে নিব?

২. আলোচনা

- দিশারীর সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা
- পড়া, আলোচনা এবং ওয়ার্কবুক অনুশীলনের মাধ্যমে শেখা

৩. বিশ্লেষণ

- দলে আলোচনা করে, দিশারীর সাথে কথা বলে কী শিখলাম, কী জানলাম তা নিজে নিজে বিশ্লেষণ করি
- কোনটি আমার জীবনে কাজে আসবে, কোনটি নয় চিন্তা করি
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ

দ্বিতীয় অংশ

কোর্স পরিচিতি

কোর্সের গুরুত্ব

তোমাদের মধ্যে অনেকেই রোজগার কর, আবার কেউ হয়ত ভবিষ্যতে কিছু করবে বলে ভাবছ। কম হোক, বেশি হোক আমাদের সবাইকেই টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করতে হয়। তোমাদের অনেকের হাতে টাকা কম আছে। এজন্য মনে হতে পারে যে এত অল্প টাকার আর কী হিসাব রাখব? কিন্তু না; কম টাকা দেখেই আমাদেরকে আরও বেশি বুদ্ধি করে চলতে হয়। এই অল্প টাকা থেকেই কিভাবে সঞ্চয় করতে হয়, ঋণ শোধ করতে হয়, ব্যাংকে যেতে হয়- এগুলি আমাদের আরও ভালভাবে জানতে হবে। সাধারণত আমরা মেয়েরা এগুলি আরও কম জানে। কোথায় টাকা জমা হবে, টাকা কোথায় খরচ হবে এসব সিদ্ধান্ত সাধারণত বাড়ির পুরুষেরা নিয়ে থাকে। মেয়েরা এসব কম বোঝে বলে মনে করা হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ব্যাংক সম্পর্কে ভীতি আছে; ব্যাংকে কিভাবে যেতে হয়, সেখানে কিভাবে কথা বলতে হয়, কি জিজ্ঞাসা করতে হয় ইত্যাদি। এক সময় ভাবা হত টাকা-পয়সা রোজগার করা মেয়েদের কাজ না; কিন্তু এখন অবস্থা বদলেছে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ই এখন নানা রকম উপার্জনমূলক কাজে অংশ নিচ্ছে; একই সাথে যদি তারা কিভাবে টাকার হিসাব রাখতে হয়, কোথায় টাকা জমালে বেশি লাভ হবে, কোন ঋণ ভাল আর কোন ঋণ খারাপ, ব্যাংক কী কী সেবা দেয় এ সম্পর্কে জানে, কোথায় ও কখন টাকা খরচ করা উচিত -এসব ব্যাপারে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে কিশোর-কিশোরীরা আরও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে টাকার হিসাব রাখার অনুশীলন হবে ও সঞ্চয় করার উৎসাহ বাড়বে।

কোর্সের বিষয়

১. পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ: কিভাবে অন্যের কাছে নিজের পরিচয় দিতে হয় ও অন্যের পরিচয় নিতে হয় তা জানবে। শিক্ষার্থীরা তার দিশারীর সাথে পরিচিত হবে।

শিক্ষার্থীরা টাকা বা অর্থ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ সম্বন্ধে জানবে। যেমন, টাকা এমনি এমনি আসে না, রোজগার করতে হয়। টাকা সীমিত এবং সীমিত টাকার মধ্যে চলতে গেলে গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কাজে টাকা খরচ করা যায় এবং অন্য কাজগুলি বাদ দিতে হয়।

এছাড়া প্রতিটি মানুষের নিজের যে অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ আছে সে বিষয়ে সচেতন হবে। ছেলে-মেয়ে বা লিঙ্গ ভেদে কাজের ধরন বাছাই নয় বরং যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ধরন ও পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে। ঘরের কাজ মেয়েদের, আর বাইরের কাজ ছেলেদের- এ ধরনের ধারণা ভুল তা জানবে।

২. **পরিকল্পনা:** শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করার ধারণা জন্মাবে। নিজের জন্য কাজের পরিকল্পনা করতে পারবে এবং জরুরী কিনা এ ভিত্তিতে পরিকল্পনা নতুন করে করতে শিখবে। কাজের মত টাকা পয়সার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা করতে হয় তা জানবে।

এছাড়াও একজন কিশোর বা কিশোরী সাধারণত কোথা থেকে টাকা পায় এবং কি কি খাতে টাকা খরচ হয় তা আলোচিত হবে। প্রতিদিনের খরচ, মাসিক খরচ, জানা ও অজানা ভবিষ্যত খরচ সম্পর্কে জানবে এবং পার্থক্য করতে পারবে।

নিজ, পরিবার ও ব্যবসা- এই তিনটি খাতে খরচ হয় এটি জানবে। ভিন্ন খাতে চিন্তা করে হিসাব রাখলে কী সুবিধা তা বলতে পারবে। এছাড়া আয়, ব্যয় ও জমার সাধারণ হিসাব রাখতে পারবে।

৩. **সঞ্চয়:** কিশোরীরা সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে এবং কোথায় কোথায় সঞ্চয় করা যায় তা জানবে। বিভিন্ন সঞ্চয় পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি জেনে বুঝে নিজের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতি কোনটি তা ঠিক করতে পারবে। সঞ্চয় পদ্ধতি বাছাইয়ের সময় নিরাপত্তা, টাকা বাড়ে কিনা, সহজে টাকা তোলা যায় কিনা এসব সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবে।

সঞ্চয়ের বিভিন্ন ঝুঁকি (যেমন, চুরি হওয়া, কেউ নিয়ে যাওয়া) সম্পর্কে জানবে এবং এগুলি কিভাবে এড়ানো যায় তার কৌশল সম্পর্কে জানবে। জীবনের ধাপে ধাপে ঘরে এবং বাইরে (বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী, বন্ধু, দোকানদার) যাদের সাথে টাকা-পয়সা নিয়ে সমঝোতা করতে হয় তা জানবে এবং সমঝোতার কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করবে। কিভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয় করা যায় তা আলোচিত হবে।

৪. **ঋণ:** কোথা থেকে নিতে পারবে এ সম্পর্কে জানবে। কোনটি ভাল ঋণ ও কোনটি খারাপ ঋণ তা জানবে।

ঋণ নেয়ার আগে কোথা থেকে ঋণ নিলে ভাল হবে তা যাচাই-বাছাই করতে পারবে। কত সুদ দিতে হবে, ফেরত দেওয়ার সময় কত টাকা ফেরত দিতে হবে এগুলি যাচাই-বাছাই করতে পারবে। সরল সুদের পরিমাণ হিসাব করতে পারবে। মূল টাকার উপর কত টাকা সুদ দিতে হচ্ছে তা বের করতে পারবে।

সময়মত ধারের টাকা শোধ করতে না পারার কারণগুলি বলতে পারবে। সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি বলতে পারবে। সময়মত ধারের টাকা শোধ করার জন্য কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা বলতে পারবে।

৫. বাজেট: বাজেট করার জন্য যে মূল বিষয়গুলি (আয়, ব্যয়) দরকার, তা জানবে এবং একটি সরল বাজেট তৈরি করতে পারবে।

এছাড়া উল্লিখিত বিষয়গুলি বিভিন্ন পাঠে নানারকম পদ্ধতিতে শেখার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, সমঝোতা দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ বাড়বে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি পাঠে সহজ থেকে কঠিন এভাবে ছোট ছোট ধাপে পরিকল্পনা এবং হিসাব রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

কোর্সের উপকরণ

- ১. ওয়ার্কবুক:** প্রত্যেক কিশোরীর কাছে যার যার ওয়ার্কবুক থাকবে। তারা ওয়ার্কবুকের বিষয়গুলি পড়বে এবং জানবে। ওয়ার্কবুকের ভিতরে যে অনুশীলনীগুলি আছে তা দিশারীর সাথে বসে আলোচনা করে সমাধান করবে।
- ২. প্রতিদিনের জমা-খরচের রেজিস্টার:** প্রত্যেক কিশোরীকে একটি রেজিস্টার খাতা দেয়া হবে যেখানে সে তার টাকা-পয়সার হিসাব লিখে রাখবে। এটি সে বাড়িতে বসে করবে এবং ক্লাসে আসার সময় সাথে করে নিয়ে আসবে।
- ৩. হাসি-কান্না ফর্ম:** ক্লাসটি কিশোরীর কেমন লাগল তা হাসি-কান্না ফর্মের মাধ্যমে জানাবে। ক্লাসে উপস্থিত প্রত্যেক কিশোরী প্রতিদিনের পাঠ শেষে “মোটামুটি” অথবা “কান্না”- যেকোনো একটি ঘরে টিক (V) চিহ্ন দিবে।

আজকের পাঠ	কেমন লাগল			মোট উপস্থিতি
	ভাল	মোটামুটি	ভাল না
০১				
০২				
০৩				
০৪				

আজকের পাঠ	কেমন লাগল			মোট উপস্থিতি
	ভাল	মোটামুটি	ভাল না
০৫				
০৬				
০৭				
০৮				
০৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				

৪. **বেনামি চিঠি:** কিশোরীরা তাদের মতামত আরো খুলে বলতে পারে - আজকের পাঠের কোন অংশটি কঠিন মনে হয়েছে, কেন কঠিন লাগছে, কিভাবে আরো ভালভাবে বলা যায়- বেনামি চিঠিতে লিখে ক্লাসের কোণে রাখা বেনামি চিঠির পোস্ট বক্সে ফেলবে। চিঠিতে কারও নাম লিখতে হবে না। কিশোরীরা চাইলে ক্লাসে বসে লিখতে পারে অথবা বাড়ি থেকেও লিখে আনতে পারে।

একটি বেনামি চিঠির নমুনা

পাঠের নাম/ বিষয়:

যে জিনিসটা কঠিন লাগল:

যেভাবে বললে সহজ মনে হত:

যে কোন পরামর্শ:

প্রতি ক্লাসে ৩টি দিশারী দল থাকবে। শিক্ষার্থীরা তিনটি দলে ভাগ হবে এবং যার যার দলের জন্য শিক্ষার্থীরা একটি নাম ঠিক করবে। প্রতিদলের জন্য একজন দিশারী আসবেন এবং পরবর্তী পাঠে দিশারীর শিক্ষার্থীরা তার দিশারীর সাথে পরিচিত হবে এবং দিশারী দল গঠন সম্পূর্ণ হবে। এই দিশারী দল পুরো কোর্সের সময়জুড়ে নির্দিষ্ট থাকবে।

অধ্যায় ০১
পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ

পাঠ ১.১

পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ- মুক্ত চিন্তা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় কী কী বিষয় বলতে হয় তা বলতে পারবে।
- অন্যের পরিচয় নেওয়ার সময় কী কী জানতে হয় তা বলতে পারবে।
- আর্থিক মূল্যবোধ কী তা বলতে পারবে।

পরিচালনা: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং মুক্ত চিন্তা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘণ্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	১০ মিনিট
০২	দিশারী দল গঠন	১০ মিনিট
০৩	জানতে চাই- প্রশ্ন তৈরি	২৫ মিনিট
০৪	আমার জমা	১০ মিনিট
০৫	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ১০ মিনিট

মূলতঃ দুইটি বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এরপর পরিচিতি ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে দিশারী সাথী শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন।

পরিচিতি:

অন্যের সাথে পরিচিত হওয়া এক ধরনের দক্ষতা। একে অন্যের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের সামাজিক গতি বড় হয় এবং একই সাথে তথ্যের আদান-প্রদান হয়। যত বেশি অনেক রকম মানুষের সাথে তোমার জানা শোনা থাকে তত বেশি তুমি বাইরের জগৎকে চিনতে পার এবং কি কি সুযোগ ও সম্ভাবনা ছড়িয়ে আছে তা জানতে পার।

মনে কর, তুমি ডাক্তার হতে চাও, তাহলে ডাক্তারী পড়ছে এমন একজনের সাথে কথা বললে তুমি জানতে পারবে ডাক্তার হতে কি কি ধাপে এগুতে হয়, কোথায় ডাক্তারী পড়া যায়, পড়া শেষ হলে কোথায় কাজ করতে পার। অথবা মনে কর তুমি মাছের চাষ করতে চাও, তাহলে মাছের চাষ করছে এমন একজনের সাথে পরিচিত হলে, তার সাথে কথা বললে এই ব্যবসার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জেনে নিতে পারবে। মাছের পোনা কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে, চাষের জন্য কি কি দরকার, এসব কোথায় পাওয়া যাবে, কোন্ মৌসুমে করতে হবে, এই ব্যবসার লাভ কেমন অথবা লাভ না হবার কারণ বা সম্ভাবনা কতটুকু। তবে প্রথম পরিচয়েই কেউ তোমাকে তথ্য দিয়ে দিবে না। এজন্য তার সাথে তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে হবে। একজন মানুষের কাছে তুমি কতটুকু জানতে চাইতে পার তা নির্ভর করছে তার সাথে তোমার সম্পর্ক কতটুকু ভাল ও ঘনিষ্ঠ তার উপর।

অপরিচিত কারো সাথে পরিচিত হতে গেলে আমরা সাধারণত তার নাম, বাড়ি কোথায়, কি কাজ করেন, পরিবারে কে কে আছেন এসব জানতে চেয়ে থাকি। তার সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হলে আমরা আরও ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার কাছে জানতে চাইতে পারি। একজনের কাছে কি জানতে চাওয়া যাবে আর যাবে না তা নির্ভর করে সমাজ, পরিবেশ ও তার সাথে ঘনিষ্ঠতার উপর। চট করে কারও কাছে তার আয়-ব্যয় জানতে চাওয়া শোভনীয় নয়। তবে যেহেতু কোর্সটি অর্থ শিক্ষা বিষয়ক এবং দিশারীও এ ব্যাপারে প্রস্তুত যে কিশোরীরা তার কাছে তার টাকা-পয়সার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে চাইবে- তিনি কিভাবে টাকা-পয়সা ব্যবহার করেন, কি কাজ করেন, কিভাবে কাজ শুরু করলেন, তার সঞ্চয়, ঋণ, বাজেট, পরিকল্পনা এসব বিষয়ে জানতে চাইতে পার এবং তারা আলোচনা করবে।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ:

সহজ কথায় মূল্যবোধ হচ্ছে কী করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়। চুরি করা উচিত নয়, সত্য কথা বলা উচিত- এগুলি সামাজিক মূল্যবোধ।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ নামটা শুনতে কঠিন মনে হলেও একটু ভেঙ্গে দেখলে সহজ মনে হবে। অর্থ মানে হচ্ছে টাকা, আর মূল্যবোধ হচ্ছে কী করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়। তাহলে টাকা-পয়সার ব্যবহার বিষয়ে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়- এটাই হল অর্থনৈতিক মূল্যবোধ। যেমন: প্রয়োজন বুঝে খরচ করা, সঞ্চয় করা - এসবই অর্থনৈতিক মূল্যবোধ।

এই পুরো কোর্স জুড়েই টাকা-পয়সা নিয়ে কী করা উচিত, কী করা উচিত নয় তা নিয়ে আলোচনা হবে। পরের অধ্যায়গুলিতে -পরিকল্পনা, সঞ্চয়, ঋণ, বাজেট- অর্থনৈতিক মূল্যবোধ গুলি ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হবে।

বিষয় : দিশারী দল গঠন

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা তিনটি দলে ভাগ হবে এবং যার যার দলের জন্য শিক্ষার্থীরা একটি নাম ঠিক করবে।

বিষয় : জানতে চাই-প্রশ্ন তৈরি

সময় : ২৫ মিনিট

আগামী পাঠে কিভাবে দিশারীর সাথে পরিচিত হবে এজন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রস্তুত করবে। কিভাবে দিশারীর সাথে কথা বলে, দিশারীর জীবনের অভিজ্ঞতা শুনে তার মাধ্যমে শিখবে এজন্য শিক্ষার্থীরা মনে মনে চিন্তা করবে যে- সে কী জানতে চায় এবং কী প্রশ্ন করে সে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জেনে নিতে পারে। দিশারীর জীবন, পেশা ও ক্যারিয়ার সম্পর্কে এবং টাকা-পয়সার ব্যবহার বিষয়ে জানার জন্য তৈরি প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীরা যার যার ওয়ার্কবুকে লিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজে নিজে প্রশ্ন তৈরি করার পর তার দলের অন্য শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা করে প্রশ্ন সংযোজন-বিয়োজন করতে পারে।

ওয়ার্কশীট ১.১.২: কিশোরীর পরিচয়

নাম:		
পড়াশোনা:		
পরিবারের কে কে আছে:		
আয়মূলক কী কাজ করি:	কোথায় করি-----	কতক্ষণ করি-----
কিভাবে কাজ শুরু করলাম :		
কোন ট্রেনিং নেয়া আছে কিনা :		
টাকা পয়সা কিভাবে খরচ করি :		
নিজের টাকা থাকলে কি সুবিধা		
সঞ্চয় করি কিনা ----- কোথায় করি-----		
ঋণ নিয়েছি কিনা -----কোথা থেকে-----		
কী কাজের জন্য ঋণ নিয়েছি-----সুদ কত-----		
শখ:		
যোগাযোগের ঠিকানা:		

বিষয় : আমার জমা

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা আমার জমা ফর্মটি নিচের নমুনা অনুযায়ী যার যার রেজিস্টার খাতায় তুলবে এবং প্রতিদিন এভাবে লিখিত হিসাব করার অভ্যাস করবে। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে। রেজিস্টার খাতাটি অর্থ শিক্ষার প্রতি পাঠে সাথে করে নিয়ে আসবে। প্রতি পাঠে ১০ মিনিট সময় এর জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং হিসাব ঠিকভাবে রাখা ও আনুষঙ্গিক আলোচনা হবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, জমানো টাকা দিয়ে কী করবে - এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

আমার জমা:

তারিখ	আমার জমা আছে (টাকা)	কোথায় জমা আছে?	জমানো টাকা দিয়ে কি করব?

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাত্ক্ষনিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাক্সে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ ১.২

পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ- দিশারীর সাথে আলোচনা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- কিশোরী তার দিশারীর সাথে পরিচিত হবে
- অন্যের কাছে নিজেকে পরিচয় দিতে ও অন্যের পরিচয় নিতে পারবে
- ছেলে মেয়ে উভয়ই ঘরের ও বাইরের কাজ করতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে

পরিচালনায়: দিশারী সাথী ও দিশারী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং ওয়ার্কশীট পূরণ

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	ডব্বয়	সময়	পরিচালনায়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী
০২	দিশারীর সাথে পরিচয়	২০ মিনিট	দিশারী
০৩	দিশারীর সাথে আলোচনা	২০ মিনিট	দিশারী
০৪	আমার জমা	১০ মিনিট	দিশারী
০৫	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ০৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু মনে করিয়ে দিবেন। দিশারী সাথী অর্থ শিক্ষা কোর্সে দিশারীদের স্বাগত জানাবেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে দিশারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় করিয়ে দিবেন।

বিষয় : দিশারীর সাথে পরিচয়

সময় : ২০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা যার যার দিশারীর সাথে দলে বসবে। তিনটি দিশারী দল যার যার দলে বসে আরও বিশদভাবে নিজেদের পরিচয় বিনিময় করবে। উভমুখী ও স্বতস্কৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে দিশারী ও শিক্ষার্থী একে অপরের সম্পর্কে জানবে। অন্যের সাথে কিভাবে পরিচিত হতে হয় এবং কিভাবে অন্যের পরিচয় নিতে হয়, কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কতটুকু তথ্যের আদান-প্রদান করা যায়- এ বিষয়গুলিও তাদের আলোচনায় আসতে পারে।

কিশোরী দিশারীর সাথে পরিচয়ের পর নিচের ফর্মটি পূরণ করবে।

ওয়ার্কশীট ১.২.১: দিশারীর পরিচয়

নাম:

পড়াশোনা:

পরিবারের কে কে আছেন:

আয়মূলক কী কাজ করেন:

কোথায় করেন-----

কতক্ষণ করেন-----

কিভাবে কাজ শুরু করলেন :

কোন ট্রেনিং নেয়া আছে কিনা :

টাকা পয়সা কিভাবে খরচ করেন :

নিজের টাকা থাকলে কী সুবিধা:

সঞ্চয় করেন কিনা----- করে থাকলে কোথায়-----

কী কাজে ঋণ নিয়েছেন ----- নিয়ে থাকলে কোথা থেকে-----

কী কাজের জন্য নিয়েছেন----- সুদ কত-----

শত:

যোগাযোগের ঠিকানা:

বিষয়: দিশারীর সাথে আলোচনা

সময়: ২০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা দিশারী দলে বসে ওয়ার্কবুকের কাজগুলোর উপরের নির্দেশনা পড়ে নিজে নিজে করবে এবং কী শিখল তা নিয়ে আলোচনা করবে। এই আলোচনার সময় দিশারী ও শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলবে।

চল এখন একটা মজার খেলা খেলি। নিচের চার্টটি দেখ এবং এই চার্ট থেকে কোন কোন জিনিস তোমার পছন্দ এবং তুমি কি কি কিনতে চাও তা নিচের ওয়ার্কশীটে লিখ।

চাট ১.২.১: জিনিসের তালিকা

উপরের তালিকাটি থেকে তুমি যা যা কিনতে চাও তা নিচের ছকে লিখ ।

ওয়ার্কশীট ১.২.২: আমি যা যা কিনতে চাই

আমি যা যা কিনতে চাই

তুমি যা যা কিনতে চেয়েছো তার তালিকা তৈরি করেছ । তখন তুমি কিন্তু জিনিসগুলোর দাম জানতে না । মনে কর যে, তোমার কাছে ৪০০ টাকা আছে । এবার প্রতিটি জিনিসের দামসহ পরের পৃষ্ঠায় চাটটি দেখ ।

চার্ট ১.২.২: দামসহ জিনিসের তালিকা

ক্যাসেট প্লেয়ার ৩৫০/-	বই ৩০/-	জামা ২৫০/-

কলম ৫/-	চকলেট ২/-	আইসক্রীম ৬/-

মুরগী ১৪০/-	চুলের ফিতা ৫/-	আচার ২/-	চুড়ি ১৫/-

এখন ভেবে দেখ যে, তুমি যা যা কেনার জন্য তালিকা তৈরি করেছিলে তা ৪০০ টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব কিনা। যদি সম্ভব না হয় তাহলে ওয়ার্কশীট ২.৩ এ দামসহ নতুন করে তালিকা তৈরি কর। আর যদি ৪০০ টাকায় তোমার তালিকার জিনিসগুলো কেনা সম্ভব হয় তাহলেও নতুন করে তালিকা তৈরি কর।

ওয়ার্কশীট ১.২.৩: দামসহ তালিকাটি দেখার পর ৪০০ টাকা দিয়ে আমি যা যা কিনতে চাই লিখি

আমার কাছে আছে ----- টাকা	
আমি কিনে খরচ করব	
জিনিস	দাম (টাকা)
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
মোট খরচ =	----- টাকা
আমার জমা থাকবে = -----টাকা	

ওয়ার্কশীট ১.২.১, ১.২.২ ও ১.২.৩ এর কাজগুলো থেকে আমরা যা জানলাম তা নিজে নিজে পড়ে আলোচনা করি:

১. টাকা পেতে হলে কিছু করতে হয়

তোমরা কেউ বাবা-মার কাছ থেকে টাকা পাও, কেউ আবার কারও কোনো কাজ করে দিয়ে টাকা পাও, কেউ নিজে কিছু তৈরি করে বিক্রি কর। অনেক সময় তোমরা ভাল কাজ করলে বা পড়াশোনায় ভাল করলে বাবা-মা বা শিক্ষক উপহার দেন। বাবা-মা কাজ করে বলে টাকা পায়, বাবা-মা তোমাকে টাকা দেয় তুমি লেখাপড়া করে বড় হয়ে কিছু করবে এই আশায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, টাকা এমনি এমনি আসে না। কোনো কিছুর বিনিময়ে আমরা টাকা পাই; সাধারণত কাজের মাধ্যমে।

২. টাকা সীমিত

আমরা দেখলাম যে টাকা সীমিত। আমাদের কাছে ছিল ৪০০ টাকা। এজন্য আমাদের যা যা কিনতে ইচ্ছা করেছিল সব আমরা একসাথে কিনতে পারি নি।

৩. প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা খরচের সিদ্ধান্ত নিতে হয়

আমাদের টাকা সীমিত হওয়ায় কিছু ইচ্ছা এখনকার মত বাদ দিতে হয়েছে, গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ইচ্ছা আমরা এখন পূরণ করতে পেরেছি। অর্থাৎ খরচের জরুরী ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪. ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হয়

এছাড়া আরও একটা জিনিস দেখা যায়, তোমাদের কাছে যদি এই ৪০০ টাকা ছাড়াও আগে থেকেই কিছু টাকা জমানো থাকত- তাহলে হয়ত আরও দুই একটা ইচ্ছা বেশি পূরণ করতে পারতে। এজন্য ভবিষ্যতের জন্য টাকা সরিয়ে রাখা উচিত। এটিকে আমরা সঞ্চয় বলি।

৫. টাকা ভাগ করা যায় তিন ভাগে- খরচ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে

তোমাদের প্রত্যেকের হাতে ৪০০ টাকা করে ছিল এবং সবাইকে একই জিনিসপত্রের চার্ট দেখানো হয়েছে। এরমধ্যে কেউ খরচ করেছে পুরোটাই (৪০০ টাকা), কেউ খরচ করেছে ৭৫ টাকা, আবার কেউ ২৫ টাকা। কেউ টাকা জমিয়েছে, কেউ জমাওনি। অতএব, দেখা যাচ্ছে সমপরিমাণ টাকা কেউ একভাবে, কেউ অন্যভাবে ব্যবহার করে। খরচ ও জমানো ছাড়াও আমাদের উচিত টাকাকে এমনভাবে কাজে লাগানো যাতে টাকা বাড়ে। এই টাকা বাড়ানোর জন্য টাকাকে বিভিন্ন কাজে লাগানোকে বিনিয়োগ বলে।

চার্ট ১.২.১: টাকা ভাগ করা যায় তিন ভাগে

মনে রেখ:

- ✓ টাকা পেতে হলে কিছু কাজ করতে হয়
- ✓ টাকা সীমিত হওয়ায় সব চাওয়া এক সাথে পূরণ করা সম্ভব নয়
- ✓ ইচ্ছা ও সামর্থ্যের মিল রাখার জন্য আমাদেরকে গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিছু কাজ এখন করতে পারি এবং কিছু কাজ ভবিষ্যতে করতে হয়
- ✓ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা উচিত
- ✓ টাকা ভাগ হবে তিনভাগে: খরচ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (যা টাকাকে বাড়াবে)
- ✓ টাকা-পয়সার হিসাব রাখা একটি ভাল অভ্যাস এবং এখন থেকে নিয়মিত আমরা হিসাব রাখব
- ✓ প্রতিদিন ক্লাস শেষে জমা-খরচের হিসাব মিলানো হবে এবং কার কত জমা হল তা দেখব

গল্প: ১.২.১ ছেলে-মেয়ের কাজে নেই ভেদাভেদ

দিপু ও সেতু দুই বন্ধু। একদিন বিকালে দিপু সেতুর বাসায় গেল গল্প করতে।

সেতুকে খুবই অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। কয়েকদিন ধরেই দিপু দেখছে সেতুর মাথার মধ্যে কিছু ঘুরছে। দিপু সেতুকে জিজ্ঞেস করল,

কিরে সেতু, তোর কি হয়েছে?

দিপু: কিরে সেতু, তোর কী হয়েছে? কয়েকদিন ধরে দেখছি কেমন যেন অন্যমনস্ক। কী ভাবিস এত?

সেতু: হ্যাঁরে, আমি ভাবছি কিছু একটা করব। কিন্তু কী করব, কিভাবে করব, বুঝতে পারছি না।

দিপু: বুঝলাম না। কিছু করবি মানে, কী করতে চাস, খুলে বল।

সেতু: দেখিস না, বাবা সব সময় কত চিন্তায় থাকে। যদি আমাদের আরও একটু বেশি টাকা-পয়সা থাকত, বাবা একা কাজ না করে যদি আমরাও কিছু করতে পারতাম তাহলে আমাদের পরিবার আরও একটু স্বচ্ছল হত।

দিপু: ছেলেরাই তো টাকা রোজগার করে। আর তুই এসব ভেবে ভেবে কেন মন খারাপ করছিস? কয়েকদিন পর তোর পড়ালেখা শেষ হলে তোর বাবা-মা তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে।

সেতু: বিয়ের সাথে টাকা রোজগারের কী সম্পর্ক? এটা আমি মানতে পারলাম না। আমি যদি টাকা রোজগারের জন্য কিছু করি এটা তো খারাপ কিছু না। পড়ালেখা করেছি, একটা চাকরি বা ছোট-খাট ব্যবসা হলেও তো শুরু করা যায়, তাই না?

দিপু: হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। আমাদের সীমা আপা কি সুন্দর করে কথা বলে, কি সুন্দর জামা সেলাই করে। সবাই

সীমা আপাকে অনেক সম্মানও করে।

সেতু: মেয়েরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলে তা অবশ্যই সম্মানের। গ্রামের সব মেয়েরা কেমন মানে সীমা আপার

কথা! সবাই সুখে-দুঃখে তার কাছে পরামর্শের জন্য যায়। আমিও ওরকম হতে চাই।

দিপু: চল, সীমা আপার কাছে যাই।

সেতু: চল।

সীমা আপা: কী ব্যাপার! কেমন আছো তোমরা?

সেতু: ভাল আছি আপা। আপনি কেমন আছেন?

দিপু: আমরা আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি।

সেতু: আপা, আমি নিজে কিছু করতে চাই; টাকা রোজগার করতে চাই।

সীমা আপা: খুব ভাল কথা। যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ছেলে ও মেয়ে সবারই কাজ করা এবং উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত। তাহলে কেউ কারও বোঝা হয় না। আর শুধু টাকা রোজগার না, পরিবারের অন্যান্য দায়িত্বও সবার, শুধু ছেলের বা মেয়ের একার নয়।

দিপু: তাই বলে, ছেলেরা তো আর ঘরের দেখাশুনা করবে না।

সীমা আপা: কেন নয়, যখন আমার সেলাইয়ের কাজ বেশি পড়ে, তাড়াতাড়ি কাস্টমারকে দেয়ার তাগাদা থাকে তখন মিলন (সীমা আপার স্বামী) অনেক কাজে সাহায্য করে।

সেতু: মিলন ভাই তো অনেক ভাল মানুষ। সবাই তো আর এমন না।

সীমা আপা: বুঝিয়ে বলতে হয়। সংসারটা তো দুইজনেরই। দুইজনই যদি মিলেমিশে টাকা রোজগার করি আর অন্যান্য কাজও একসাথে করি, তাহলে সংসারটা সুন্দর হয়।

বিষয় : আমার জমা

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা তার জমা-খরচের রেজিস্টার খুলে দেখবে তারিখ অনুযায়ী ঠিকমত পূরণ করেছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে দলের বা দিশারীর সাহায্য নিবে। শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, জমানো টাকা দিয়ে কী করবে - এসব নিয়ে দলে আলোচনা করতে পারে।

এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে দিশারী শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

আমার জমা: (আমার জমা রেজিস্টারের নমুনা ছক)

তারিখ	আমার জমা আছে (টাকা)	কোথায় জমা আছে?	জমানো টাকা দিয়ে কি করব?

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাত্ক্ষনিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাক্সে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ ১.৩

বিষয়: পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ- বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- ওয়ার্কবুকের কাজগুলো বিশ্লেষণ করে নিজের জীবনে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

পরিচালনায়: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: বিশ্লেষণ ও দলীয় আলোচনা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট
০২	বিশ্লেষণ	৪০ মিনিট
০৩	আমার জমা	১০ মিনিট
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বলবেন।

বিষয় : বিশ্লেষণ

সময় : ৪০ মিনিট

এই পাঠে শিক্ষার্থী নিজে নিজে বিশ্লেষণ করবে -দিশারীর সাথে কথা বলে, অর্থশিক্ষার বিষয়বস্তু পড়ে, ওয়ার্কবুকের কাজ করে, দিশারী ও দলের অন্য শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা শুনে- সে কী শিখল, কী জানল। এই জানার মধ্যে কোনটি তার নিজের জীবনে প্রযোজ্য এবং কেন- এসব ভেবে চিন্তে শিক্ষার্থী তার কিছু মতামত ও সিদ্ধান্ত লিখবে।

ওয়ার্কশীট ১.৩.১: পরিচিতি ও আর্থিক মূল্যবোধ বিষয়ের পাঠগুলো বিশ্লেষণ করে নিজের সিদ্ধান্তগুলো লিখি

নিজের সিদ্ধান্ত :

বিষয় : আমার জমা

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা তার জমা-খরচের রেজিস্টার খুলে দেখবে তারিখ অনুযায়ী ঠিকমত পূরণ করছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে। শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, জমানো টাকা দিয়ে কী করবে - এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

আমার জমা: (আমার জমা রেজিস্টারের নমুনা ছক)

তারিখ	আমার জমা আছে (টাকা)	কোথায় জমা আছে?	জমানো টাকা দিয়ে কি করব?

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাত্ক্ষনিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

ଅଧ୍ୟାୟ ୨

ପରିକଳ୍ପନା

পাঠ ২.১

বিষয়: পরিকল্পনা - মুক্ত চিন্তা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- পরিকল্পনা কী তা বলতে পারবে।
- পরিকল্পনা করে কাজ করতে গেলে কী কী বিষয় ঠিক করতে হয় তা বলতে পারবে।

পরিচালনা: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং মুক্ত চিন্তা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	১০ মিনিট
০২	জানতে চাই- প্রশ্ন তৈরি	৩৫ মিনিট
০৩	প্রতিদিনের জমা-খরচ	১০ মিনিট
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ১০ মিনিট

দিশারী সাথী ক্লাসে পরিকল্পনা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

পরিকল্পনা:

কোন কিছু আগে থেকে চিন্তা করে রাখা হচ্ছে পরিকল্পনা। তবে শুধু চিন্তা করলেই পরিকল্পনা হয় না; তুমি যদি শুধু ভাব যে ব্যবসা শুরু করবে, কিন্তু সে অনুযায়ী পরবর্তী আর কিছু ভাবলে না যে কী ব্যবসা করবে, কেন এই ব্যবসাটিই করবে চাও, কবে থেকে শুরু করবে, কিভাবে শুরু করবে, মূলধন কোথা থেকে আসবে, তাহলে পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হল না; শুধুমাত্র ‘ইচ্ছা’ হয়ে রয়ে গেল। অতএব, যেকোনো কিছু পরিকল্পনা করলে তার সাথে সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়েও ভাবতে হয়- কী করব, কেন করব, কোথায়, কখন ও কিভাবে- এই ‘৫ক’ পরিকল্পনার অংশ। পরিকল্পনা করে কিভাবে কাজ করা যায় এবং পরিকল্পনা করে কাজ না করলেই বা কী হয়- এসব বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

বিষয় : জানতে চাই-প্রশ্ন তৈরি

সময় : ৩৫ মিনিট

আগামী পাঠে দিশারীর সাথে পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রস্তুত করবে। কিভাবে দিশারীর সাথে কথা বলে, দিশারীর জীবনের অভিজ্ঞতা শুনে তার মাধ্যমে শিখবে এজন্য শিক্ষার্থীরা মনে মনে চিন্তা করবে যে- সে কী জানতে চায় এবং কী প্রশ্ন করে সে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জেনে নিতে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলি যার যার ওয়াকর্কবুকে লিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজে নিজে প্রশ্ন তৈরি করার পর তার দলের অন্য শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা করে প্রশ্ন সংযোজন-বিয়োজন করতে পারে।

ওয়ার্কশীট ২.১.১: দিশারী যে কাজ করেন তার পরিকল্পনা কিভাবে করল এবং সেই পরিকল্পনার ৫ক (কী, কেন, কখন, কোথায়, কিভাবে) জানার জন্য দিশারীর কাছে কী কী জানতে চাইবে লিখ

ক্রমিক নং	প্রশ্ন

বিষয় : প্রতিদিনের জমা খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনের জমা-খরচ ফর্মটি নিচের নমুনা অনুযায়ী যার যার রেজিস্টার খাতায় তুলবে এবং প্রতিদিন এভাবে লিখিত হিসাব করার অভ্যাস করবে। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে। রেজিস্টার খাতাটি অর্থ শিক্ষার প্রতি পাঠে সাথে করে নিয়ে আসবে। প্রতি পাঠে ১০ মিনিট সময় এর জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং হিসাব ঠিকভাবে রাখা ও আনুষঙ্গিক আলোচনা হবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা-খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাত্ক্ষনিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ ২.২

বিষয়: পরিকল্পনা-দিশারীর সাথে আলোচনা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- নিজের জন্য আগামীকালের কাজের পরিকল্পনা করতে পারবে
- খরচের বিভিন্ন খাতগুলি সম্পর্কে বলতে পারবে
- আয়, ব্যয় ও জমার সাধারণ হিসাব রাখতে পারবে

পরিচালনায়: দিশারী সাথী ও দিশারী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং ওয়ার্কশীট পূরণ

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়	পরিচালনায়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী
০২	দিশারীর সাথে আলোচনা	৪০ মিনিট	দিশারী
০৩	প্রতিদিনের জমা-খরচ	১০ মিনিট	দিশারী
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু মনে করিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীরা যার যার দিশারীর সাথে দলে বসবে।

বিষয়: দিশারীর সাথে আলোচনা

সময়: ৪০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা যার যার দিশারী দলে বসে ওয়ার্কবুক খুলে পরিকল্পনা পাঠের বিষয়বস্তু, গল্প দলে বসে আলোচনা করবে। এই আলোচনার সময় দিশারী ও শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলবে। শিক্ষার্থীরা ওয়ার্কবুকের কাজগুলোর উপরের নির্দেশনা পড়ে নিজে নিজে করবে, সমস্যা হলে দিশারী ও দলের কারোর সহযোগিতা নিবে।

শিক্ষার্থীরা আগামীকাল কী কী কাজ করবে তা যার যার ওয়ার্কবুকের ওয়ার্কশীট ২.২.১ এ লিখবে।

ওয়ার্কশীট ২.২.১: আগামীকাল কি কি কাজ করব তা লিখি

আগামীকাল কি কি কাজ করব

তুমি আগামী কাল যে কাজগুলো করবে বলে লিখেছ তার সবগুলিই কি জরুরী? কোনটা জরুরী, কাল করতেই হবে, কোনটা কম জরুরী বা পরে করলেও হবে সে অনুযায়ী এবার ওয়ার্কশীট ২.২.১ এ লেখা প্রত্যেকটা কাজ ভালভাবে দেখ, আর মনে মনে ভাব কোন কাজটা বেশি জরুরী আর কোনটা কম জরুরী। যেটা বেশি জরুরী সেটা ১ নম্বরে, যেটা একটু কম জরুরী সেটা দুই নম্বরে- এভাবে আগামীকালের কাজগুলি গুরুত্ব অনুযায়ী সাজিয়ে লিখ।

ওয়ার্কশীট ২.২.২: আগামীকালের কাজ (গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো)

আগামীকাল কি কি কাজ করব (গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো)	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

এই যে আমরা কালকে কি করব আগে থেকে ঠিক করে রাখলাম এবং কোনটা বেশি জরুরী আর কোনটা কম জরুরী, সে অনুযায়ী আগে জরুরী কাজটা করব এভাবে সাজালাম -এটাই হল পরিকল্পনা। এভাবে সময় ও গুরুত্ব অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাতে হয়।

যেভাবে একদিনের জন্য পরিকল্পনা করা যায়, একইভাবে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিকল্পনা করা যায়।

ওয়ার্কশীট ২.২.২ এর কাজকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানোর পাশাপাশি কাজটি আর্থিক বা আর্থিক এভাবে চিন্তা করে ওয়ার্কশীট ২.২.৩ এ ১ম ও ২য় দিনের কাজের পরিকল্পনা লিখ। যে কাজের সাথে টাকা পয়সা জড়িত তা আর্থিক কাজ যেমন: ডিম বিক্রি করা, দোকান থেকে কিছু কেনা, যাতায়াত ইত্যাদি। অন্যদিকে স্কুলের পড়া তৈরি করা, খেলতে যাওয়া এসব কাজে টাকা পয়সা জড়িত নয়; এগুলো হচ্ছে অন্য কাজ।

ওয়ার্কশীট ২.২.৩: আগামী এক সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা

আগামী এক সপ্তাহে কি কি কাজ করব			
দিন	গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ	আর্থিক (টাকা পয়সার সাথে জড়িত কাজ)	আর্থিক নয় (টাকা পয়সার সাথে জড়িত নয় এমন কাজ)
১ম দিন	১. ২. ৩.		
২য় দিন	১. ২. ৩.		

একইভাবে আগামী এক সপ্তাহের ৩য় দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত কি কি কাজ করবে তা বাড়িতে লিখবে।

আগামী এক সপ্তাহে কি কি কাজ করব			
তারিখ	গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ	আর্থিক (টাকা পয়সার সাথে জড়িত কাজ)	আর্থিক নয় (টাকা পয়সার সাথে জড়িত নয় এমন কাজ)
৩য় দিন	১. ২. ৩.		
৪র্থ দিন	১. ২. ৩.		
৫ম দিন	১. ২. ৩.		
৬ষ্ঠ দিন	১. ২. ৩.		
৭ম দিন	১. ২. ৩.		

যেভাবে কাজের পরিকল্পনা করা যায়, একই ভাবে টাকা কিভাবে খরচ করবে তারও পরিকল্পনা করা যায়।

গল্প ২.২.১: মিশুর বই কেনা

মিশু প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় মিশুর বাবা ওকে টিফিন খাওয়ার জন্য ৫ টাকা করে দেয়। মিশুর স্কুল সপ্তাহে ৬ দিন খোলা। টিফিনের পয়সা দিয়ে সে কোনোদিন আইসক্রিম খায়, কোনোদিন আচার বা চানাচুর খায়। তবে আইসক্রিমই মিশুর বেশি পছন্দ। গল্পের বই পড়া মিশুর শখ। গতদিন সে স্কুলে যাওয়ার পথে দোকানে একটা নতুন বই দেখেছে যার দাম ১৫ টাকা। মিশু ভাবছে বইটা সে কিভাবে কিনবে। এই লেখকের বই মিশুর খুব পছন্দ। সে ভাবল, ৩ দিন যদি সে ২ টাকার আচার খায় তাহলে ৫ টাকা থেকে $(৫-২) = ৩$ টাকা বেঁচে যায়। এভাবে ৩ দিনে $৩ \times ৩ = ৯$ টাকা জমবে। আর বাকি ৩ দিন যদি সে ১ টাকার চানাচুর খায় তাহলে বেঁচে যায় $(৫-১) = ৪$ টাকা। এভাবে ৩ দিনে সে জমাতে পারবে ৩×৪ টাকা = ১২ টাকা। এক সপ্তাহ পর মিশুর $৯+১২ = ২১$ টাকা জমবে। আর বইয়ের দাম ১৫ টাকা বলে বই কেনার পরও সপ্তাহ শেষে ওর কাছে ৬ টাকা থেকে যাবে। তাহলে শুক্রবার সে একটু আয়েস করে আইসক্রিম খেতে পারবে এবং পছন্দের বইটাও কিনতে পারবে।

দেখ, মিশু তার পরিকল্পনা কী সুন্দর করে একটা ছকে লিখে ফেলেছে।

মিশুর পরিকল্পনা

দিন	আয় হবে		খরচ করব		জমা হবে
	কোথা থেকে	কত টাকা	কোথায়	কত টাকা	
কনি	টিফিন	৫	আচার	২	৩
ওবি	টিফিন	৫	চানাচুর	১	৪
সোম	টিফিন	৫	আচার	২	৩
মঙ্গল	টিফিন	৫	আচার	২	৩
উধ	টিফিন	৫	চানাচুর	১	৪
বৃহঃ	টিফিন	৫	চানাচুর	১	৪
সপ্তাহ শেষে মোট		৩০		৯	২১ টাকা
শুক্র	----	= ০ টাকা	বই আইসক্রীম মোট	১৫+ ৬ = ২১ টাকা	(২১-২১) টাকা=০ টাকা

মনে রেখ:

- ✓ যেভাবে অল্প দিনের জন্য পরিকল্পনা করা যায়, একই ভাবে দীর্ঘ দিনের জন্যও পরিকল্পনা করা যায়
- ✓ পরিকল্পনা করে এগুলো কাজ করা সহজ হয়
- ✓ পরিকল্পনা করলে যে কাজ এমনিতে করা সম্ভব নয় তা করা সম্ভব হয়

কোথায় কোথায় টাকা খরচ হয়?

তোমরা অনেকেই নানা রকম খরচ ও তার কারণগুলি জান। আমরা যদি একটু সাজিয়ে ভাগ ভাগ করে দেখি তাহলে আমাদের খরচগুলি নিম্নরূপ: কিছু খরচ হচ্ছে নিয়মিত খরচ; যেসব খরচ আমাদের সবসময় করতে হয়। যেমন: খাবার খরচ, যাতায়াত, স্কুলের বেতন। নিয়মিত খরচ হতে পারে প্রতিদিনের, সপ্তাহের অথবা মাসের।

চার্ট ২.২.১: প্রতিদিনের খরচ

যে খরচ প্রায় প্রতিদিনই হয়।

যেমন:- খাবার খরচ, যাতায়াত, টিফিন খরচ ইত্যাদি।

চার্ট ২.২.২: মাসিক খরচ

যে খরচ মাসে একবার হয়।

যেমন:- বাড়ি ভাড়া, স্কুলের বেতন, বিদ্যুৎ বিল, শিক্ষকের বেতন, খাতা-কলম কেনা ইত্যাদি।

এছাড়া আছে অনিয়মিত খরচ; যেসব খরচ সাধারণত হয় না, মাঝে মাঝে আসে। যেমন: বিয়ের খরচ, বড় কোনো অসুখে চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি। এই অনিয়মিত খরচগুলির মধ্যে কিছু আগে থেকে জানা; যেমন: ব্যবসার জন্য যে টাকা লাগবে, ভবিষ্যতে পড়াশোনা জন্য যে টাকা দরকার। আর কিছু অজানা; হঠাৎ করে আসে, যেমন: হঠাৎ অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা খরচ, চুরি হওয়ার পর প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার খরচ ইত্যাদি।

চার্ট ২.২.৩: জানা ভবিষ্যৎ খরচ

যা এখনই খরচ করতে হবে না;
কিন্তু আমরা জানি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে
এবং হয়ত এটাও জানি কোন সময়টায় প্রয়োজন।
যেমন:- নিজের পড়াশোনা, বিয়ে,
ভাই-বোনের পড়াশোনা, বিয়ে,
ব্যবসা, পরিবারে কারও জন্ম, সম্পদ কেনা।

নিজের ব্যবসা

নিজের বিয়ে

নিজের পড়াশোনা

চার্ট ২.২.৪: অজানা ভবিষ্যৎ খরচ

যে খরচগুলি ভবিষ্যতে যেকোন সময় আসতে পারে।
যেমন:- হঠাৎ অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা খরচ,
মৃত্যুর পর দাফনের খরচ, বন্যার ক্ষতির পর ঘরবাড়ি মেরামত
খরচ, খরার জন্য ফসলের ক্ষতি হলে বীজ ও খাবারের খরচ,
চুরি হওয়ার পর প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার খরচ ইত্যাদি।

চিকিৎসা

চুরি

আয়ের উৎস

এই যে বিভিন্ন আয়ের উৎসগুলি আছে, এর মধ্যে কোনোটা নিয়মিত আয়, কোনোটা অনিয়মিত (কখনও পাও, কখনো পাও না), আবার কোনোটা এককালীন আয়, (যেমন: একসাথে বেশ কিছু টাকা পেয়ে গেলে)।

চার্ট ২.২.৫: নিয়মিত আয়

নিয়মিত আয়

যে টাকা আমরা নির্দিষ্ট দিন পর পর এবং নির্দিষ্ট একটা পরিমাণে সবসময় পেয়ে থাকি।

যেমন: সাপ্তাহিক বেতন, মাসিক বেতন, টিফিনের পয়সা, টিউশনি, মাসিক বৃত্তি ও উপবৃত্তি ইত্যাদি।

চার্ট ২.২.৬: অনিয়মিত আয়

অনিয়মিত আয়

যে টাকা মাঝে মাঝে আসে। যেমন, কিছু সেলাইয়ের কাজ করলে তখন কিছু টাকা পাই।
কিন্তু এমন না যে, সপ্তাহ বা মাস গেলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা হাতে আসবে।

চার্ট ২.২.৭: এককালীন আয়

এককালীন আয়

যে টাকা শুধু একবার কখনো পাই।
যেমন, যখন কোনো জমি বিক্রি করি বা গহনা বিক্রি করি। অনেক সময় উপহার বা গিফট পাই- এগুলি এককালীন আয়।

গহনা

জমি বিক্রি

কিশোর-কিশোরীরা যে টাকা পায় তা সাধারণত অনিয়মিত; কখনও পায়, কখনও পায় না। আবার, কখনও কম টাকা পায়, কখনও বেশি টাকা পায়। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা নির্দিষ্ট কোনো কাজ করে না বা চাকরী করে না যে মাস গেলে একটা নির্দিষ্ট টাকা হাতে আসবে। এজন্যই গুরুত্ব বুঝে ও ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে টাকা খরচ করা কিশোর-কিশোরীদের বেশি জরুরী। কিশোর-কিশোরীরা যখন একবারে বেশ কিছু টাকা পায় বা অনিয়মিতভাবে যখনই যে টাকা পায় খুব সুন্দর করে বুদ্ধি করে চলতে হবে যেন নিজের দরকারী খরচগুলি মেটাতে পারে, ঋণ থাকলে তা শোধ করতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য জমাতে পারে।

এর মধ্যে কিছু খরচ তোমার নিজের জন্য আর কিছু খরচ পরিবারের জন্য। এছাড়া কিছু খরচ রয়েছে ব্যবসার জন্য। এজন্য আমাদের খরচগুলিকে তিনভাগে দেখা উচিত এবং সে অনুযায়ী হিসাব করা দরকার। কারণ ব্যবসার আয় ব্যক্তিগত কাজে ও অপ্রয়োজনে খরচ করে ফেললে ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। একইভাবে পরিবারের টাকা নিজের বিনোদনের জন্য অযথা খরচ করলে পরিবারের সমস্যা হতে পারে। আবার, পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য অপ্রয়োজনে তোমার কষ্ট করে জমানো টাকা খরচ করলে নিজের পড়াশোনা বা চাকরী বা ব্যবসার জন্য পরে দরকারের সময় টাকা পাওয়া যাবে না এবং বিপদে পড়তে হতে পারে।

গল্প ২.২.২: মন্টির খরচ

মন্টি একটা ইলেকট্রিক্যাল দোকানে ১ বছর ধরে কাজ করে। এখন সে অনেক কিছু শিখে গেছে। বিভিন্ন পার্টস সংযোজন করে কিভাবে একটা ফ্যান বানাতে হয় সে জানে। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে সে নিজের বাড়িতে ফ্যান তৈরি করে এবং এলাকার বাজারে ও আশেপাশের বাড়িতেও বিক্রি করে। পার্টস কেনার জন্য তার কিছু খরচ হয়। এজন্য সে ঋণ নেয় এবং ফ্যান সাপ্লাই হওয়ার পর সে ঋণ শোধ করে। এভাবে মন্টি দিনে দিনে উন্নতি করতে লাগল। সে যেই জিনিসটার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেয় সেটা হচ্ছে এক জায়গার টাকা অন্য জায়গায় মেশায় না। মন্টি খরচের খাত অনুযায়ী হিসাব রাখে।

মন্টির খরচের খাতাটা এরকম:

নিজের খরচ

- ফেয়ার এন্ড লাভলী
- যাতায়াত

নিজ

পরিবারের খরচ

- ভাই-বোনের স্কুলের খরচ
- খাবার খরচ

পরিবার

ব্যবসা

- ঋণ পরিশোধ
- ফ্যান তৈরীর পার্টস কেনা

ব্যবসা

হিসাব রাখার সুবিধা

- ✓ জানতে পারব কত টাকা আসল আর কত টাকা খরচ হয়ে গেল
- ✓ কোথায় কোথায় খরচ করলাম দেখতে পারব
- ✓ যাচাই করতে পারব খরচটা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল
- ✓ প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে
- ✓ টাকা হারিয়ে গেল কিনা বা চুরি হল কিনা মিলিয়ে দেখতে পারব

অনেকের কাছে হিসাব রাখা কঠিন মনে হয়, অনেকে ভাবে হিসাব রাখতে অনেক অংক জানতে হয়। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা একটুও জটিল নয়। নিচের গল্পটি পড় এবং নাহিদ কিভাবে তার প্রতিদিনের জমা-খরচের হিসাব লিখে রাখে তা বুঝতে সমস্যা হলে দলের সবাই মিলে আলোচনা কর।

গল্প ২.২.৩: নাহিদের জমা খরচ

নাহিদ প্রতিরাতে বাসায় ফিরে ৫ মিনিটের জন্য হিসাবের খাতাটা খোলে। প্রতিদিন কী খরচ করল, কোথা থেকে টাকা পেল, দিন শেষে কত টাকা জমা থাকল এগুলি সে তার হিসাব খাতায় লিখে রাখে। সোমবার সে স্কুলে যাওয়ার সময় বাবার কাছ থেকে টিফিনের জন্য ৫ টাকা পেল। সেদিন সে স্কুলে কিছু খেল না। বিকালে খেলতে গিয়ে ২ টাকা দিয়ে এক প্যাকেট আচার কিনল। সে আর তার ছোট বোন আচার খেতে খেতে বাড়ি ফিরল।

দিনের জমা খরচ লিখার সাথে সাথে নাহিদ আর একটা কাজ করে, তা হল পরের দিন কত টাকা নিয়ে দিন শুরু হবে সেটা পরের দিন ব্যালেন্স বা “হাতে আছে” হিসেবে লিখে রাখে।

সোমবার রাতে নাহিদের জমা-খরচের খাতাটা ছিল এরকম:

নাহিদের জমা - খরচ					
দিন	টাকা পেলাম		টাকা খরচ করলাম		টাকা জমা আছে
সোমবার	টিফিন	৫ টাকা	আচার	২ টাকা	$৫-২=৩$ টাকা
মঙ্গলবার	হাতে আছে	৩ টাকা			

সোমবার রাতে নাহিদ যে টাকাটা জমা করল, মঙ্গলবার সকালে নাহিদের হাতে সেই টাকাটাই থাকবে। পরদিন (মঙ্গলবার) স্কুল ছুটি থাকায় সে টিফিনের জন্য কোনো পয়সা পেল না। সেদিন নাহিদ কোনো খরচও করল না।

মঙ্গলবার রাতে নাহিদের জমা-খরচের খাতাটা ছিল এরকম:

নাহিদের জমা - খরচ					
দিন	টাকা পেলাম		টাকা খরচ করলাম		টাকা জমা আছে
সোমবার	টিফিন	৫ টাকা	আচার	২ টাকা	$৫-২=৩$ টাকা
মঙ্গলবার	হাতে আছে	৩ টাকা	-	-	৩ টাকা
বুধবার	হাতে আছে	৩ টাকা			

বুধবার সেদিন নাহিদের মুরগীটা তিনটি ডিম পাড়ল । একটা বাড়িতে রেখে দুইটা ডিম সে প্রতিটি ৩ টাকায় (৩ X ২ = ৬ টাকা) বিক্রি করল । এভাবে ডিম বিক্রি করে নাহিদ ৬ টাকা পেল । এছাড়া সে টিফিনের জন্য আরও ৫ টাকা পেল ।

বুধবার রাতে নাহিদের জমা-খরচের খাতাটা দেখতে ছিল এরকম:

নাহিদের জমা - খরচ					
দিন	টাকা পেলাম		টাকা খরচ করলাম		টাকা জমা আছে
সোমবার	টিফিন	৫ টাকা	আচার	২ টাকা	৫-২=৩
মঙ্গলবার	হাতে আছে	৩ টাকা	-	-	৩ টাকা
বুধবার	হাতে আছে + টিফিন+ ডিম বিক্রি	৩ + ৫+ ৬	-	-	১৪ টাকা
	মোট	১৪ টাকা			১৪ টাকা
বৃহঃ	হাতে আছে	১৪ টাকা			

বৃহস্পতিবার নাহিদের দিন শুরু হল ১৪ টাকা দিয়ে । সেদিন ওর বাবার কাছে টাকা ভাংতি না থাকায় টিফিনের জন্য ৫ টাকার বদলে নাহিদ ৪ টাকা পেল । গত সপ্তাহে নাহিদ ওর বন্ধুর কাছ থেকে ১০ টাকা ধার করেছিল । সে বন্ধুর ধার শোধ করল আর বাড়ি ফেরার সময় ২ টাকার ঝাল-মুড়ি কিনল ।

বৃহস্পতিবার রাতে নাহিদের জমা-খরচের খাতাটা দেখতে ছিল এরকম:

নাহিদের জমা - খরচ					
দিন	টাকা পেলাম		খরচ হল		আমার আছে (জমা)
সোমবার	টিফিন	৫ টাকা	আচার	২ টাকা	৩ টাকা
মঙ্গলবার	হাতে আছে	৩ টাকা	--	--	৩ টাকা
বুধবার	হাতে আছে + টিফিন+ ডিম বিক্রি	৩ + ৫+ ৬	--	--	১৪ টাকা
	মোট	১৪		০	১৪ টাকা
বৃহঃ	হাতে আছে + টিফিন+	১৪+ ৪	ধার শোধ+ ঝাল-মুড়ি	১০+ ২	১৮ -১২
	মোট	১৮	মোট	১২ টাকা	৬ টাকা
শুক্র	হাতে আছে	৬ টাকা			

কম থাকুক, বেশি থাকুক টাকা-পয়সার হিসাব রাখা একটি ভাল অভ্যাস এবং আজ থেকে তোমরা সবাই জমা-খরচের হিসাব লিখে রাখার অভ্যাস করবে। প্রতিদিন ক্লাস শেষে সবাই ১০ মিনিটের জন্য জমা-খরচের হিসাব খাতা খুলে দেখবে কার কত জমা হল এবং সঠিকভাবে হিসাব করতে পারছে কিনা। যে কারও হিসাব রাখতে গিয়ে কোনোপ্রকার সমস্যা হলে দলে সেটা আলোচনা করবে।

প্রতিটি খরচের কারণ লেখার সময় কার জন্য খরচ- নিজ, পরিবার বা ব্যবসা- এটা পাশে ব্র্যাকেটে () লিখবে।

বিষয় : প্রতিদিনের জমা খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনের জমা-খরচ যার যার রেজিস্টার খাতায় নিয়মিত লিখিত হিসাব রাখবে। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারীর সাহায্য নিবে। শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে দিশারী দলে আলোচনা করতে পারে। তবে আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এটি মনে রাখতে হবে।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষনিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাক্সে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ ২.৩

বিষয়: পরিকল্পনা-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- ওয়ার্কবুকের কাজগুলো বিশ্লেষণ করে নিজের জীবনে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

পরিচালনায়: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: বিশ্লেষণ ও দলীয় আলোচনা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট
০২	বিশ্লেষণ	৪০ মিনিট
০৩	প্রতিদিনের জমা খরচ	১০ মিনিট
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বলবেন।

বিষয় : বিশ্লেষণ

সময় : ৪০ মিনিট

এই পাঠে শিক্ষার্থী নিজে নিজে বিশ্লেষণ করবে -দিশারীর সাথে কথা বলে, অর্থশিক্ষার বিষয়বস্তু পড়ে, ওয়ার্কবুকের কাজ করে, দিশারী ও দলের অন্য শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা শুনে- সে কী শিখল, কী জানল। এই জানার মধ্যে কোনটি তার নিজের জীবনে প্রযোজ্য এবং কেন- এসব ভেবে চিন্তে শিক্ষার্থী তার কিছু মতামত ও সিদ্ধান্ত লিখবে।

ওয়ার্কশীট ২.৩.১: পরিকল্পনা বিষয়ের পাঠগুলোর আলোচনা থেকে নিজের সিদ্ধান্তগুলো লিখি

নিজের সিদ্ধান্ত :

বিষয় : প্রতিদিনের জমা খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা তার জমা-খরচের রেজিস্টার খুলে দেখবে তারিখ অনুযায়ী ঠিকমত পূরণ করছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে। শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, জমানো টাকা দিয়ে কী করবে, কোথায় খরচ করছে - এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষণিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাঞ্ছা ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

অধ্যায় ৩

সংখ্যে

পাঠ -৩.১

বিষয়: সঞ্চয়-মুক্ত চিন্তা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- সঞ্চয় কী বলতে পারবে।
- সঞ্চয় কোথায় কোথায় করা যায় তা বলতে পারবে।
- সঞ্চয়ের ঝুঁকি কী তা বলতে পারবে।
- সঞ্চয় করার আগে কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা বলতে পারবে।

পরিচালনা: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং মুক্ত চিন্তা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	১০ মিনিট
০২	জানতে চাই-প্রশ্ন তৈরি	৩৫ মিনিট
০৩	প্রতিদিনের জমা-খরচ	১০ মিনিট
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ১০ মিনিট

দিশারী সাথী ক্লাসে সঞ্চয় বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

সঞ্চয়:

সঞ্চয় বা টাকা জমা করার ব্যাপারটা তোমাদের কাছে নতুন কিছ নয়- এর সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এটা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আছে, ভবিষ্যতের জন্য টাকট জমা করে রাখা যেকোনও বিপদে আপদে কাজে আসে। কেউ মাটির ব্যাংকে সঞ্চয় করে, কিশোর-কিশোরীরা তাদের জমানো টাকা ড্রয়ারে, পেন্সিল বক্সে, বইয়ের পাতায় এসব জায়গায়ও রেখে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন সমিতি, ব্যাংক এসব স্থানও সঞ্চয় সুবিধা দিয়ে থাকে। সঞ্চয় সুবিধা বাছাই করার সময় যে ব্যাপারগুলো চিন্তা করার বিষয় তা হল- আমি কেন বাড়িতে টাকা রাখব বা আরেকজন কেন সমিতিতে টাকা রাখছে। ব্যাংকে টাকা রাখলে কি সুবিধা, কোথায় টাকা রাখলে ভাল হবে তা নির্ভও করছে তার পরিস্থিতি ও অবস্থার উপর। অতএব একজনের জন্য যে পদ্ধতি ভাল, অন্যজনের জন্য তা সুবিধাজনক নাও হতে পারে। সবাই সমিতি ‘ক’ তে টাকা রাখছে দেখে আমিও কি সেখানেই টাকা রাখব নাকি নিরাপত্তা, কত টাকা লাভ হবে- এসব ভেবে নিজের জন্য সঞ্চয় সুবিধা বেছে নিব। আর এই যে বেছে নেয়ার কথা আসছে এটা জেনে নেয়া এবং নিজের অবস্থার ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়াটাই ‘সঞ্চয়’ পাঠে আলোচিত হবে।

এছাড়া সঞ্চয়ের সাথে জড়িত ঝুঁকি ও তা সমাধানের জন্য সমঝোতা কিভাবে করতে হয় তা আলোচিত হবে।

বিষয় : জানতে চাই-প্রশ্ন তৈরি

সময় : ৩৫ মিনিট

আগামী পাঠে দিশারীর সাথে সঞ্চয় বিষয়ে আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রস্তুত করবে। কিভাবে দিশারীর সাথে কথা বলে, দিশারীর জীবনের অভিজ্ঞতা শুনে তার মাধ্যমে শিখবে এজন্য শিক্ষার্থীরা মনে মনে চিন্তা করবে যে- সে কী জানতে চায় এবং কী প্রশ্ন করে সে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জেনে নিতে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলি যার যার ওয়াকবুকে লিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজে নিজে প্রশ্ন তৈরি করার পর তার দলের অন্য শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা করে প্রশ্ন সংযোজন-বিয়োজন করতে পারে।

প্রশ্ন তৈরির ওয়ার্কশীট ৩.১.১: দিশারীর সঞ্চয় সম্পর্কে দিশারীর কাছে কি কি জানতে চাইবে প্রশ্নগুলো নিচের
ছকে লিখ:

ক্রমিক নং	প্রশ্ন

বিষয় : প্রতিদিনের জমা-খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা জমা-খরচের রেজিস্টারটি দিশারী দলে বসে খুলে দেখবে যে ঠিকমত টাকার হিসাব লিখেছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষণিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাঞ্ছা ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ ৩.২

বিষয়: সঞ্চয় -দিশারীর সাথে আলোচনা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- এলাকায় টাকা জমানোর বিভিন্ন জায়গা সম্পর্কে বলতে পারবে
- টাকা জমানোর বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বলতে পারবে
- সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করে একটি পদ্ধতি বাছাই করতে পারবে।
- সঞ্চয়ের সাথে জড়িত ভীতি এবং ঝুঁকিগুলি বলতে পারবে
- ঝুঁকি ও ভীতিগুলি কিভাবে এড়ানো যায় তার উপায় ও কৌশলগুলি বলতে পারবে

পরিচালনায়: দিশারী সাথী ও দিশারী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং ওয়ার্কশীট পূরণ

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাস্তু, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়	পরিচালনায়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী
০২	দিশারীর সাথে আলোচনা	৪০ মিনিট	দিশারী
০৩	প্রতিদিনের জমা-খরচ	১০ মিনিট	দিশারী
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয় বলা

সময় : ৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু মনে করিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীরা যার যার দিশারীর সাথে দলে বসবে।

বিষয়: দিশারীর সাথে আলোচনা

সময়: ৪০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা যার যার দিশারী দলে বসে ওয়ার্কবুক খুলে সঞ্চয় পাঠের বিষয়বস্তু, গল্প দলে বসে আলোচনা করবে। এই আলোচনার সময় দিশারী ও শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলবে। শিক্ষার্থীরা ওয়ার্কবুকের কাজগুলোর উপরের নির্দেশনা পড়ে নিজে নিজে করবে, সমস্যা হলে দিশারী ও দলের কারোর সহযোগিতা নিবে।

গল্প ৩.২.১: মনি ও তার সঞ্চয় দল

মনি ক্লাস সিন্ধে ব্র্যাক স্কুলে পড়ে। মনি ও তার ২ বন্ধু (অপু, বকুল) মিলে একসাথে স্কুলে আসে যায়। ওদের বাড়িও খুব কাছাকাছি। সেদিন বিকালে ওরা ৩ বন্ধু মাঠে বসে গল্প করছিল।

অপু: জানিস, গতকাল মিশু (অপুর খালাতো বোন) বেড়াতে এসেছিল। ও খুব মজার একটি ঘটনা বলল। মিশুরা দুই বছর আগে ৩ বন্ধু মিলে টাকা জমানোর একটি দল করেছিল। যে যখন পারত ১/২ টাকা করে জমা দিত। ওদের দলের কথা কেউ জানত না; স্কুলেও না, বাসায়ও না। ওরা ঠিক করেছিল যত যাই হোক এই দল ওরা ভাঙ্গবে না, টাকাও ভাঙ্গবে না। দেখা যাক, দুই বছর পর কার কত টাকা হয়। এমন করে জমাতে জমাতে গত সপ্তাহে ওরা ভাঙ্গল।

মিশু কি যে খুশি হয়েছে ওর নাকি ৩,২৫০ টাকা জমেছে! এখন সে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে।

মনি: বাহু খুবই দারুণ! আমরাও এমন করতে পারি। কী বলিস!

অপু: হ্যাঁ চল, আমরাও করি। মনি, তুই হিসাব রাখবি কে কত টাকা দিচ্ছে। আর বকুল, তুই আমাদের সবার টাকা জমা রাখবি।

বকুল: কোথায় রাখব?

মনি: এটা তুই বুঝবি। আমরা সেটা দেখতে যাব না। দুই বছর পর আমরা দেখব কার কত জমল!

■ টাকা জমানো বা সঞ্চয় করা কি খুব কঠিন?

যদি প্রতি সপ্তাহে তুমি ১০ টাকা করে জমাও, এক বছর পর তোমার কত টাকা হবে?

উত্তর : মাত্র ১০টাকা করেও যদি আমরা এক সপ্তাহে জমাতে পারি এক বছর পরে $৫২ \times ১০ = ৫২০$ টাকা হয় [এক বছরে ৫২ সপ্তাহ]। দুই বছরে হয় ১০৪০ টাকা। যদি প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা করে জমাও তাহলে এক বছরেই জমবে ১০৪০ টাকা। ১০টাকা বেশি মনে হলে ৭/৮ টাকা যত পার জমাও।

■ সঞ্চয় করলে কী লাভ?

অনেক সময় যে পরিমাণ টাকা আমাদের দরকার সে পরিমাণ টাকা হাতে থাকে না। আবার কখনও কখনও হঠাৎ কোনো ঘটনায় এক সাথে বেশ কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়ে, যেমন- পরিবারে কারও চিকিৎসায়, বিয়েতে, ঘর মেরামতে, ব্যবসার শুরুতে বা ব্যবসা বাড়াতে ইত্যাদি। তখন আমরা কি করি?

হঠাৎ টাকার প্রয়োজনে আমরা সাধারণত যা করে থাকি:

- ঋণ বা টাকা ধার করি
- না খেয়ে থাকি

- ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করি (যেমন: চুরি)
- কিছু বিক্রি করে দেই (জমি, গরু-ছাগল, গহনা ইত্যাদি)

এছাড়া তার একটা পথ আছে, সেটা হল সঞ্চয় বা জমা। যদি আমরা সব সময় কিছু টাকা জমা করে রাখি ভবিষ্যতের জন্য, তাহলে আমাদের এত দুশ্চিন্তা থাকে না। সঞ্চয় হচ্ছে বিপদের দিনে মাথার উপর সুরক্ষা ছাউনি।

চার্ট ৩.২.১: সঞ্চয় দেবে সুরক্ষা

সঞ্চয় যে শুধু বিভিন্ন বিপদে-আপদে রক্ষা করে তাই-ই নয়; বরং নতুন নতুন সম্ভাবনার পথও খুলে দেয়। তোমাদের অনেকের অনেক রকম স্বপ্ন আছে, কেউ শিক্ষক হতে চাও, কেউ ব্যবসা করতে চাও, কেউ আরও পড়ালেখা করতে চাও।

চার্ট ৩.২.২: সম্ভব দেবে সম্ভাবনা

ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণ করার জন্য টাকা দরকার এজন্য সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করে টাকা জমাতে হবে। সাথে সাথে কিছু টাকা আমাদের জমা করা উচিত হঠাৎ বিপদে খরচ করার জন্য (অজানা ভবিষ্যৎ; হঠাৎ বাড়িতে চুরি হল, বন্যা/খরায় ফসল নষ্ট হল, বাড়িতে কেউ অসুস্থ হল)।

চার্ট ৩.২.৩: সম্ভব দেবে সুরক্ষা ও সম্ভাবনা

কোথায় কোথায় টাকা জমানো যায়?

তোমার এলাকার মানুষজন কোথায় কোথায় টাকা জমায়? কেউ বাড়িতে, কেউ সমিতিতে, কেউ এনজিওতে, কেউ ব্যাংকে, কেউবা গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে)।

আমরা নিচের যেকোনো জায়গায় টাকা রাখতে পারি:

- বাড়িতে
- সমিতিতে
- এনজিওতে
- ব্যাংকে
- সম্পদ কিনে, যেমন:- গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে ইত্যাদি।

গল্প ৩.২.২: কোথায় সঞ্চয় করা ভাল

অপু, বকুল ও মনি বিভিন্ন স্থানে সঞ্চয়ের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করছে।

অপু : আমরা যে সঞ্চয় করছি এই টাকা এখন না হয় অল্প কিন্তু যখন বেশি টাকা হয়ে যাবে তখন কি এটা বাড়িতে রাখা নিরাপদ?

বকুল: বাড়িতে রাখলে ক্ষতি কী? এতদিন তো এভাবেই রাখতাম। আর, আমার মাকেও দেখেছি বাড়িতে টাকা রাখতে; কখনো চালের হাড়িতে, কখনো বিছানার নিচে।

মনি : বাড়িতে টাকা রাখা নিরাপদ না, কারণ যে কোনো সময় যে কেউ নিয়ে নিতে পারে।

বকুল : বাড়ির মানুষকে বিশ্বাস করবি না, এটা কেমন কথা !

অপু : শোন, বিশ্বাসের কথা না। হাতের কাছে টাকা থাকলে অনেক অদরকারেও টাকা খরচ হয়ে যায়। আর তাছাড়া চুরিও তো হতে পারে।

বকুল : কিন্তু আমার কাছে বাড়িতে রাখাই ভাল মনে হয়। বিপদে আপদে চট করে পাওয়া যায়। ব্যাংকে টাকা রাখলে হঠাৎ করে তুই তুলতে পারবি না। ব্যাংকে আসা-যাওয়ারও তো একটা ব্যাপার আছে। হঠাৎ দরকারের সময় ব্যাংকে যাওয়া একটা বড় অসুবিধা; সময় নষ্ট হয়।

মনি : কিন্তু ব্যাংকে রাখলে লাভ বেশি আর টাকা নিরাপদ থাকে।

অপু : হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলেছিস। আর সবাই তো ব্যাংকে টাকা রাখতে পারে না। কী সব শর্ত-র্ত থাকে সময়ের আগে টাকা ভেঙ্গে ফেললে লাভ পাওয়া যায় না।

বকুল : সমিতিতে টাকা রাখা যায়। আসা-যাওয়ার ঝামেলা নাই। আবার নিরাপদ ও থাকল টাকাটা।

অপু : কিন্তু অসুবিধা আছে। কিছু নিয়ম আছে না! প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয়। আমরা যদি সময়মত জমা দিতে না পারি তাহলে?

বকুল : সব কিছুতেই দেখি সমস্যা! তাহলে কোথায় টাকা রাখলে ভাল?

সব ধরনের সঞ্চয়েরই সুবিধা অসুবিধা আছে। নিজেদের উদ্দেশ্য আর প্রয়োজনমত যাচাই বাছাই করে ঠিক করে নিতে হয় কোথায় টাকা রাখলে ভাল হবে। যেমন ধর, যদি টাকা নিরাপদ রাখাটাই আসল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাড়িতে না রাখাই ভাল, তখন ব্যাংক বা সমিতি ভাল, আবার যদি হাতের কাছে টাকা রাখতে চাও যেন যেকোন সময় বিপদ আপদে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে বাড়িতে কিছু টাকা রাখা উচিত। অন্যদিকে সমিতি করলে নিজের মধ্যে জমা দেয়ার তাগিদ থাকে এতে করে সঞ্চয় হয় যা বাড়িতে রাখলে হয় না। এ ধরনের সঞ্চয়কে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বলে। ব্যাংক বা বিভিন্ন এনজিও, যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, বুরো বাংলাদেশ - এসব জায়গায় টাকা রাখলেও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয়।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা অবশ্যই জমা রাখতে হয় এবং সময়ের আগেই টাকা জমানো বন্ধ করে দিলে লাভ কম পাওয়া যায় বা সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায় বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়।

চাট ৩.২.৪: সঞ্চয় করার বিভিন্ন জায়গা ও তার সুবিধা-অসুবিধা

সঞ্চয়ের ধরন	সুবিধা	অসুবিধা
ব্যাংক	<ul style="list-style-type: none"> ■ নিরাপদ। ■ সহজে উঠিয়ে খরচ করে ফেলার সুযোগ কম। ■ সুদ পাওয়া যায় বা টাকা বাড়ে। ■ অনেক ধরনের সঞ্চয় সুবিধা আছে (ফিক্সড ডিপোজিট, সাধারণ সঞ্চয় স্কীম, ডিপোজিট স্কীম, চলতি একাউন্ট ইত্যাদি)। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ একাউন্ট খুলতে হয় এবং ■ ন্যূনতম টাকা রাখতে হয় (কিছু টাকা সব সময় রাখতে হয় একাউন্টে)। ■ কিছু সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। ■ লিখতে ও পড়তে জানতে হয়
সমিতি	<ul style="list-style-type: none"> ■ সহজে সঞ্চয় হিসাব খোলা যায় ■ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়। ■ কত দিন পর টাকা জমা দিতে হয় এবং কত টাকা করে দিতে হবে এর একটা নিয়ম-কানুন দল ঠিক করে এজন্য জমানোর তাগিদ পাওয়া যায় 	<ul style="list-style-type: none"> ■ নিরাপত্তা নির্ভর করে দলের উপর।
বাড়িতে (নগদ টাকা রাখলে)	<ul style="list-style-type: none"> ■ সহজে জমানো যায়। ■ যে কোনো প্রয়োজনে সাথে সাথে পাওয়া যায় [ব্যাংক/সমিতি থেকে তুলতে বা কিছু বিক্রি (গরু-ছাগল) করে পেতে যে সময় লাগতো এখানে তা লাগছে না]। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ নিরাপদ নয়, চুরি হতে পারে ■ সহজেই পাওয়া যায় বলে অপ্রয়োজনীয় অনেক কাজে খরচ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ■ পরিবারের অন্য কেউ নিয়ে অযথা খরচ করতে পারে
বাড়িতে (নগদ নয় এমন; গহনা, জমি বা গরু-ছাগলে)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ভবিষ্যতে দাম বাড়তে পারে। অর্থাৎ এই সঞ্চয়ে টাকা বাড়ে। ■ নগদ টাকা পাওয়ার আগে বিক্রি করতে হয়; এজন্য ছুটহাট খরচ করে ফেলার সুযোগ কম। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ বিক্রি করে টাকা পেতে সময় লাগে (বিপদের দিনে সেটা অসুবিধা)। ■ দাম কমে যেতে পারে। ■ চুরির ভয় থাকে বা গরু-ছাগল মরে যেতে পারে ■ পরিবারের অন্য কেউ বিক্রি করে দিতে পারে

সঞ্চয় করার সময় মনে রেখ:

- ✓ আমার টাকা সেখানে নিরাপদ কিনা
- ✓ আমি সেখানে সহজে যাতায়াত করতে পারি কিনা
- ✓ সহজে জমা করা বা রাখা যায় কিনা
- ✓ সহজে তোলা যায় কিনা
- ✓ মূল টাকার উপর লাভ পাচ্ছি কিনা

- ✓ টাকা হাতে পেতে বেশী সময় লাগে কিনা
- ✓ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কিনা
- ✓ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কিনা

সব জায়গাতেই সঞ্চয়ের সুবিধা অসুবিধা আছে। একেক জনের পরিস্থিতি অনুযায়ী একেক জায়গায় সঞ্চয় করা সুবিধা হয়। নিচের কয়েকটি পরিস্থিতি দেওয়া আছে প্রত্যেকটি পরিস্থিতি নিজেরা পড়ে চিন্তা করে কোথায় সঞ্চয় করলে ভাল হবে সেটিতে টিক চিহ্ন দাও এবং সেখানে সঞ্চয় করলে কী কী সুবিধা হবে তার পাশে টিক চিহ্ন দাও।

ওয়ার্কশীট ৩.২.১: অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

	অবস্থা	কোথায় সঞ্চয় করলে সবচেয়ে ভাল হবে?	এখানে সঞ্চয় করলে কী কী সুবিধা?
ঘটনা-১	জিতু আগামী বছর একটা সেলাই মেশিন কিনবে বলে টাকা জমাচ্ছে। সে শহরে একটা বাসা বাড়িতে কাজ করে। সেখান থেকে প্রতি মাসে সে ১০০০ টাকা বেতন পায়। এখনও সে কিছুই জমানো শুরু করেনি। সে হিসাব করে দেখেছে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে জমাতে এক বছরে তার ৩,৬০০/- টাকা হয়। এতে তার সেলাই মেশিনের খরচ উঠে যাবে। অন্য কোনো কাজে সে এই টাকা খরচ করতে চায় না।	<ul style="list-style-type: none"> ○ ব্যাংকে ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন:-গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) ○ বাড়িতে 	<ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে
ঘটনা-২	হীরা কাপড়ের ব্যবসা করে। সে ব্যবসার লাভের টাকা সংসারের কোনো প্রয়োজনে খরচ করতে চায় না। ওর দরকার এমন সঞ্চয় করা যেন সে প্রতি সপ্তাহের লাভের টাকা জমা করতে পারে আর এক মাস পর পর ব্যবসার জন্য তুলতে পারে।	<ul style="list-style-type: none"> ○ ব্যাংকে ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন:-গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) ○ বাড়িতে 	<ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে
ঘটনা-৩	শিমুল পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করায় ওর মামা ওকে ১০,০০০ টাকা দিলেন। এবং পরিবার থেকে বলল সে এই টাকা দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে। সে একবার ব্যবসার কথা ভাবল কিন্তু সে ব্যবসা করতে সাহস পায় না। এত বেশি টাকা সে নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করে না। এছাড়া সে এই টাকা থেকে লাভ পেতে চায়।	<ul style="list-style-type: none"> ○ ব্যাংকে ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন:-গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) ○ বাড়িতে 	<ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে
	তুহিন বিউটিশিয়ান। সে ট্রেনিং নিয়ে	○ ব্যাংকে	○ নিরাপদ

ঘটনা- ৪	<p>বাড়িতেই এই কাজ করে। সে মাত্র পরিচিতি পাওয়া শুরু করেছে। এলাকার মেয়েরা তার কাজের খুব প্রশংসা করে। তবে কিশোরী মেয়েদের কাছে পরিচিতি পেলেও বড় কাস্টমার এখনো পায়নি। এজন্য তার আয় অনিয়মিত। এখনো বেশি লাভ হয় না, কারণ সে খুব অল্প টাকা রাখে। পরিচিতি বাড়ানোই এখন ওর মূল উদ্দেশ্য। যা আয় হয় তা সাজ - গোজের জিনিস কেনা (ব্যবসা চালানোর জন্য) আর সংসার চালাতে চলে যায়। মা খুব অসুস্থ, প্রায়ই হাসপাতালে নিতে হয় এবং বেশ টাকা সেখানে খরচ হয়। ওর আয়ও অনিয়মিত। তুহিনের সঞ্চয় যেকোনো সময় দরকার হতে পারে; যেন হাতের কাছে থাকে মা অসুস্থ হলে খুব শীঘ্র টাকা পাওয়া যায়।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন:-গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) ○ বাড়িতে 	<ul style="list-style-type: none"> ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে
ঘটনা- ৫	<p>বকুলের ভাই ৩০,০০০ টাকা পাঠিয়েছে। সে বিদেশে কাজ করে। সংসারের অনেক কাজেই এই টাকা খরচ করা যায় কিন্তু রানুর মা এই টাকা কিছুতেই অন্য কাজে খরচ করতে চান না। বকুলের মা এটা বকুলের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচের জন্য রাখতে চান। যদিও আগামী দুই বছরের মধ্যে বকুল ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে না কিন্তু বকুলের মা জানে দুই বছর পর এই টাকাটা খুব দরকার হবে। বকুলের মা বকুলের কাছে বুদ্ধি চাইছে কোথায় টাকা রাখলে ভাল হবে। বকুল কী বলবে?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ব্যাংকে ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন:-গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) ○ বাড়িতে 	<ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কিনা ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে

গল্প ৩.২.৩: দিপু অপূর টাকা নিয়ে গেল

অপু একটা পুতুল কিনবে বলে ১ মাস ধরে টিফিনের পয়সা জমাচ্ছে। সে একটা ছোট বাক্সে দুই একদিন পর পর ২/৩ টাকা করে জমায়।

বাক্সটা সে খুব যত্ন করে রাখে। ঘুমানোর সময় বালিশের পাশে নিয়ে ঘুমায় আর ভাবে কবে তার পুরো টাকাটা জমবে আর পুতুলটা কিনবে।

অপূর বড় ভাই দিপু একদিন অপূর বাক্স খুলে কিছু টাকা নিয়ে আইসক্রিম খেয়ে ফেলল।

রাতে অপু যখন আবার বাক্সে টাকা রাখতে গেল, টাকা কমে গেছে দেখে সে খুব মন খারাপ করে কাঁদতে শুরু করল।

তোমার সাথে কি এরকম কখনও ঘটেছে যে, কেউ তোমার জমানো টাকা নিয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে বা এরকম কোনো ঘটনা যা তুমি জান?

এভাবে অনেক সময় আমাদের জমানো টাকা নিয়ে ভয় থাকে:

- ১। নিজেই হঠাৎ অন্য কোনো কাজে খরচ করে ফেললাম (যে কাজে টাকাটা জমাচ্ছিলাম তা না করে, লোভ সামলাতে না পেরে অন্য কোথাও খরচ করে ফেললাম।
- ২। হারিয়ে গেল বা চুরি হয়ে গেল।
- ৩। কেউ জোর করে নিয়ে গেল।

তাছাড়াও সঞ্চয়ের কিছু ঝুঁকি থাকে যেখানে তুমি নিজে ছাড়াও অন্য মানুষ যেমন তোমার পরিবারের কেউ (মা, বাবা, ভাই-বোন), বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন জড়িত। এদের সাথে প্রায়ই তোমাদের আলোচনায় আসতে হয় যে টাকাটা কিভাবে পেল, কিভাবে কোথায় খরচ করবে। অনেক সময় তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে তোমাকে চাপ দেয় টাকাটা দিয়ে দেয়ার জন্য।। বিয়ের পরও মেয়েদেরকে তাদের স্বামীর সাথে এধরনের আলোচনায় আসতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তোমাদের জন্য এই পরিস্থিতিগুলি খুব কঠিন, কারণ আমরা তাদের উপর নির্ভর করি এবং তাদের কথা না শুনলে অশান্তি হয়। কিন্তু যদি তোমরা এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আগে থেকেই চিন্তা করে রাখ এবং কিভাবে আলোচনা করতে হয়, সমঝোতায় আসতে হয় তার কৌশল জেনে নাও তাহলে পরিস্থিতি অনেক সময় তোমার জন্য সুবিধাজনক হতে পারে।

কিছু ঘটনা যেগুলি প্রায়ই আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হয়।

ঘটনা - ১

কচি গত এক বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে টাকা জমিয়েছে। কচির মা জানতে পারল যে তার মেয়ের কাছে ৫০০ টাকা আছে। সে কোথা থেকে এই টাকা পেল, এটা নিয়ে কচির মা দুশ্চিন্তায় আছে। আবার একই সাথে মেয়েকে সেই টাকা থেকে কিছু অংশ সংসার খরচের জন্য দিতে বলছে।

দেখ, কচি কিভাবে সঞ্চয়ের টাকা রক্ষার জন্য আলোচনার মাধ্যমে তার মায়ের সাথে সমঝোতা করছে:

ঘটনা - ১ এর মোকাবেলা

কচি তার মাকে বলছে, এই টাকা সে প্রতি মাসে বৃত্তির টাকা থেকে অল্প অল্প করে জমিয়েছে।

কচির মা বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে। সংসারে অনেক টানাটানি যাচ্ছে। এখান থেকে আমাকে ৫০০ টাকা দাও।

কচি বলছে, না, মা। এখান থেকে টাকা দেয়া যাবে না।

কচির মা বলছে সংসারের দরকারে টাকা লাগলে দিবে না! আর এমন তো নয় যে তোমার কাছে টাকা নেই।

টাকা আছে দেখেই তো চাচ্ছি; টাকা না থাকলে তো আর চাইতাম না।

কচি বলছে মা, সংসারে টানাটানি আমি বুঝি, তোমার কষ্টও আমি বুঝি। এজন্যই তো আমি এই টাকাটা জমাচ্ছি যেন কলেজে ভর্তির সময় তোমার কাছ থেকে টাকা চাইতে না হয়। ভবিষ্যতে যেন তোমার কষ্ট না হয় এজন্য আমি টাকা জমিয়েছি।

ঘটনা - ২

সিফাত এক বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে টাকা জমাচ্ছে।

জিতু সিফাতের বন্ধু। জিতু টাকা জমায় না। জিতু যখন জানতে পারলো যে সিফাতের কাছে টাকা আছে। জিতু সিফাতকে বলতে শুরু করলো, চল আমরা একটু মজা করি; একদিন বেড়াতে যাই। নতুন একটা সিনেমা এসেছে। চল সিনেমাটা দেখে আসি আর ফেরার সময় বাজার থেকে চুড়ি কিনি। খুব মজা হবে।

দেখ, সিফাত কিভাবে সঞ্চয়ের টাকা রক্ষার জন্য আলোচনার মাধ্যমে তার বন্ধুর সাথে সমঝোতা করছে।

ঘটনা - ২ এর মোকাবেলা

সিফাত জিতুকে বলল আমি কষ্ট করে টাকা জমাই; তুমি তো তা কর না।
এই টাকা আমি একটা বাস্ত্রে রেখেছি। তুমিও কিছু জমাও। দুজনের টাকা
মিলিয়ে দুজনে একদিন ঘুরতে যাব।

ঘটনা - ৩

তুহিন গত এক বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে টাকা জমাচ্ছে। সেই টাকা থেকে ৩০০ টাকা দিয়ে সে নতুন একটা জামা কিনবে বলে ঠিক করল এবং ফুলপুর বাজারে গেল। সে একটি জামা পছন্দ করলো এবং দাম জানতে চাইল। দোকানদার তার কাছে জামার দাম ৬০০ টাকা চাইল। তুহিন জানে এরকম জামার দাম ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা হওয়া উচিত। দোকানদার তার কাছে বেশি দাম চাইছে।

দেখ, তুহিন কিভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করছে।

ঘটনা - ৩ এর মোকাবেলা

তুহিন বলল, এই রকম জামার দাম আরও কম।

আমার কাছে ৬০০ টাকা চাইছ। অমুক দোকানে ২৫০ টাকা দিয়ে বিক্রি হচ্ছে।

দোকানদার বলল, এটা বেশি সুন্দর, কোয়ালিটি ভাল।

তুহিন বলল, জামা সুন্দর; কিন্তু ২৫০ টাকার বেশি দাম হলে আমি কিনতে পারব না। আপনি ২৫০ টাকায় না দিলে আমাকে ঐ দোকানেই যেতে হবে।

মনে রেখ:

দেখা যাচ্ছে ঘরে এবং বাইরে দু'ক্ষেত্রেই আমাদের টাকা পয়সা নিয়ে সমঝোতা করতে হয়।

ঘরে

- ১। বাবা-মা
- ২। ভাই-বোন
- ৩। আত্মীয়-স্বজন
- ৪। বন্ধু-বান্ধব
- ৫। স্বামী
- ৬। অন্যান্য সদস্য

বাইরে

দোকানদার (জিনিস কিনতে ও বিক্রি করতে)

যে বিষয়গুলি নিয়ে সাধারণত সমঝোতা করতে হয় তা হল:

- ✓ কোথা থেকে টাকা পেলাম
- ✓ সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কি করব
- ✓ কে টাকাটা খরচ করবে

সঞ্চয় পরিকল্পনা

অনেক সময় আমরা অল্প দিনের জন্য টাকা জমাই। যেমন- দুই মাস পর ফসলের বীজ কিনতে টাকা দরকার বা যে কোনো সময় বিপদ-আপদে টাকা দরকার এজন্য যখনই পারি কিছু জমাই। অনেক সময় আবার বড় কিছু করার জন্য অনেকদিন ধরে টাকা জমাই। যেমন- নতুন করে ঘরের টিন পরিবর্তন করার জন্য বা নতুন একটা ঘর তোলার জন্য। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমানোর উদ্দেশ্যকে সঞ্চয়ের পরিকল্পনা বলা হয়। প্রত্যেকের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঞ্চয় পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

গল্প ৩.২.৪: শাওনের আর্থিক অবস্থা

শাওনের বয়স ১৪ বছর। সে ঢাকার কামরাঙ্গীর চরে থাকে। ওর সাথে বাসায় মা থাকে, বড়বোন থাকে এবং আরও ছোট দুইটা ভাই থাকে। শাওন এখন ইউসেপের স্কুলের ক্লাস সেভেনে পড়ে। দেড় বছর পর ইউসেপ স্কুল শেষ হলে সে কম্পিউটারের উপর ট্রেনিং নিতে চায়। শাওনের মা অসুস্থ, তিনি প্রায়ই কাজে যেতে পারেন না এবং মাঝে মাঝে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। কখনও কখনও শাওনের মামা হাসপাতালের খরচ আর ওষুধ

খরচ দেয়; কিন্তু সব সময় দেয় না। শাওনের বড়বোন একটা ছোটখাট কাপড়ের ব্যবসা করে এবং তা দিয়ে মোটামুটিভাবে বাসা ভাড়া আর খাবার খরচ হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে (যখন মা হাসপাতালে ভর্তি থাকে) মাসের শেষে টাকার টানাটানি পড়ে, তাদের তখন না খেয়ে থাকতে হয়।

শাওন নিজে তার প্রয়োজনীয় প্রতিদিনকার খরচ যেমন: জামা- জুতা কেনা, খাতা-কলম কেনা ইত্যাদি নিজেই চালায়। তার জুতাটা ছিড়ে গেছে, খুব শীঘ্রই তার জুতা কেনা দরকার। শাওন একটা নতুন জামাও কিনতে চায়, গায়ের জামাটা অনেক পুরোনো হয়ে গেছে।

শাওনের সঞ্চয়ের লক্ষ্য কি কি এবং তার সঞ্চয়ের পরিকল্পনাতে কি কি বিষয় থাকা উচিত?

শাওনের সঞ্চয়ের পরিকল্পনায় থাকা উচিত:

- যেন ইউসেপ স্কুল শেষ হতে হতে কম্পিউটার ট্রেনিং এর টাকা জমাতে পারে
- মার হাসপাতালের বিল দিতে পারে (যখন মামা দিবে না)
- মাসের শেষে পরিবারে টাকার টানাটানি পড়লে দিতে পারে
- ব্যক্তিগত (নিজের) জিনিস কিনতে পারে (জুতা, জামা)

এসব লক্ষ্যের মধ্যে কিছু স্বল্পমেয়াদী (যা এই মাসে বা দু এক মাসের মধ্যে করার চিন্তাভাবনা আছে) আর কিছু দীর্ঘমেয়াদী (যা এক বছর বা তার পর লাগবে)।

স্বল্পমেয়াদী- জামা কেনা, জুতা কেনা

দীর্ঘমেয়াদী- কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি

হঠাৎ/জরুরী- হাসপাতালের বিল, পরিবারের খাবার খরচ

শাওনের সঞ্চয় লক্ষ্য ও পরিকল্পনা:

শাওনের সঞ্চয় লক্ষ্য ও পরিকল্পনা				
সঞ্চয় লক্ষ্য	মোট টাকা দরকার	টাকাটা কখন লাগবে?	প্রতি মাসে বা সপ্তাহে কত টাকা জমাতে হবে?	গুরুত্ব (কতটা দরকারী?)
স্বল্পমেয়াদী				
জুতা	৬০/-	১ মাস	২০/- সপ্তাহে	
জামা	২৫০/-	২ মাস	৩২/- সপ্তাহে	
দীর্ঘমেয়াদী				
কম্পিউটার কোর্স	৩,০০০/-	১.৫ বছর	১৭০/- মাসে	
জরুরী/হঠাৎ				

শাওনের মত চিন্তা করে নিজের সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করতে পার।

ওয়ার্কশীট ৩.২.২: নিজের সঞ্চয় লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

নিজের সঞ্চয় লক্ষ্য ও পরিকল্পনা				
সঞ্চয় লক্ষ্য	মোট টাকা দরকার	টাকাটা কখন লাগবে?	প্রতি মাসে বা সপ্তাহে কত টাকা জমাতে হবে?	গুরুত্ব (কতটা দরকারী?)
স্বল্পমেয়াদী				
দীর্ঘমেয়াদী				

বিষয় : প্রতিদিনের জমা খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা তার জমা-খরচের রেজিস্টার খুলে দেখবে তারিখ অনুযায়ী ঠিকমত পূরণ করছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাহায্য নিবে। শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, জমানো টাকা দিয়ে কী করবে, কোথায় খরচ করছে - এসব নিয়ে দলে আলোচনা করতে পারে।

এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে দিশারী শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষনিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ ৩.৩

বিষয়: সঞ্চয়-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- ওয়ার্কবুকের কাজগুলো বিশ্লেষণ করে নিজের জীবনে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

পরিচালনায়: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: বিশ্লেষণ ও দলীয় আলোচনা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট
০২	বিশ্লেষণ	৪০ মিনিট
০৩	প্রতিদিনের জমা খরচ	১০ মিনিট
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয় বলা

সময় : ৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বলবেন।

বিষয় : বিশ্লেষণ

সময় : ৪০ মিনিট

এই পাঠে শিক্ষার্থী নিজে নিজে বিশ্লেষণ করবে - দিশারীর সাথে কথা বলে, অর্থশিক্ষার বিষয়বস্তু পড়ে, ওয়ার্কবুকের কাজ করে, দিশারী ও দলের অন্য শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা শুনে- সে কী শিখল, কী জানল। এই জানার মধ্যে কোনটি তার নিজের জীবনে প্রযোজ্য এবং কেন- এসব ভেবে চিন্তে শিক্ষার্থী তার কিছু মতামত ও সিদ্ধান্ত লিখবে।

ওয়ার্কশীট ৩.৩.১: সম্ভ্রম বিষয়ের পাঠগুলোর আলোচনা থেকে নিজের সিদ্ধান্তগুলো লিখি:

নিজের সিদ্ধান্ত :

বিষয় : প্রতিদিনের জমা-খরচ

সময় : ০৫ মিনিট

শিক্ষার্থীরা জমা-খরচের রেজিস্টারটি দিশারী দলে বসে খুলে দেখবে যে ঠিকমত টাকার হিসাব লিখেছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষণিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

ଅଧ୍ୟାୟ 8

ସ୍ଥାପନ

পাঠ ৪.১

বিষয়: ঋণ-মুক্ত চিন্তা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- ঋণ কী ও কোথা থেকে নেওয়া যায় তা বলতে পারবে।
- ঋণ নেয়ার আগে কী কী বিষয় ভাবতে হবে তা বলতে পারবে।

পরিচালনা: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং মুক্ত চিন্তা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	ডবলয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	১০ মিনিট
০২	জানতে চাই-প্রশ্ন তৈরি	৩৫ মিনিট
০৩	প্রতিদিনের জমা-খরচ	১০ মিনিট
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ১০ মিনিট

দিশারী সাথী ঋণ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

ঋণ:

মানুষ সাধারণত টাকার প্রয়োজনে ধার বা ঋণ করে থাকে। ঋণ আমরা অনেকের কাছ থেকে নিতে পারি: পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন। এছাড়া মহাজনম বিভিন্ন এনজিও, ব্যাংক থেকেও ঋণ নেয়া যায়। ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত জড়িত থাকে- কত টাকা সুদ দিতে হবে, কখন ফেরত দিতে হবে, সময়মত পরিশোধ করতে না পারলে কী হবে- এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি জেনে নিতে হবে। একাধিক উৎসের মধ্যে কোন জায়গা থেকে ঋণ নিলে সুবিধাজনক হবে তা নির্ভর করছে ব্যক্তি ও তার অবস্থার উপর। আরেকজনের জন্য যে ঋণ সুবিধা ভাল, তোমার জন্য তা নাও হতে পারে। এটি ঠিক যে কেউ শখ করে ঋণ নেয় না; প্রয়োজনে ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রয়োজনটি কতটুকু এবং ঋণ নিলে তা শোধ করা হবে কিভাবে এ ব্যাপারে আগেই ভেবে নিয়ে ঋণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঋণ নেয়ার সময় সুদ কত, কয়টি কিস্তিতে শোধ করতে হবে, সময়মত ঋণ পরিশোধ না করলে কী হবে- এসব শর্তগুলি জেনে নিয়ে একাধিক উৎসের মধ্যে তুলনা করে নিজের পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুযায়ী ঋণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বিষয় : জানতে চাই-প্রশ্ন তৈরি

সময় : ৩৫ মিনিট

আগামী পাঠে দিশারীর সাথে ঋণ বিষয়ে আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রস্তুত করবে। কিভাবে দিশারীর সাথে কথা বলে, দিশারীর জীবনের অভিজ্ঞতা শুনে তার মাধ্যমে শিখবে এজন্য শিক্ষার্থীরা মনে মনে চিন্তা করবে যে- সে কী জানতে চায় এবং কী প্রশ্ন করে সে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জেনে নিতে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলি যার যার ওয়ার্কবুকে লিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজে নিজে প্রশ্ন তৈরি করার পর তার দলের অন্য শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা করে প্রশ্ন সংযোজন-বিয়োজন করতে পারে।

ওয়ার্কশীট ৪.১.১: দিশারীর ঋণ নিয়েছে কিনা, ঋণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দিশারীর কাছে কি কি জানতে চাইবে লিখ:

ক্রমিক নং	প্রশ্ন

বিষয় : প্রতিদিনের জমা-খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা জমা-খরচের রেজিস্টারটি দলে বসে খুলে দেখবে যে ঠিকমত টাকার হিসাব লিখেছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষণিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ-৪.২

বিষয়: ঋণ-দিশারীর সাথে আলোচনা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- কোনটি ভাল ঋণ ও কোনটি খারাপ ঋণ তা বলতে পারবে
- এলাকায় কোথা থেকে ঋণ পাওয়া যায় তা বলতে পারবে
- সময়মত ধারের টাকা শোধ করতে না পারার কারণগুলি বলতে পারবে
- সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি বলতে পারবেন
- সময়মত ধারের টাকা শোধ করার জন্য কি কি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা বলতে পারবে

পরিচালনায়: দিশারী সাথী ও দিশারী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং ওয়ার্কশীট পূরণ

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাস্তব, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়	পরিচালনায়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী
০২	দলের কাজ: দিশারীর সাথে আলোচনা	৪০ মিনিট	দিশারী
০৩	প্রতিদিনের জমা-খরচ	১০ মিনিট	দিশারী
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু মনে করিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীরা যার যার দিশারীর সাথে দলে বসবে।

বিষয় : দিশারীর সাথে আলোচনা

সময় : ৪০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা যার যার দিশারী দলে বসে ওয়ার্কবুক খুলে ঋণ পাঠের বিষয়বস্তু, গল্প দলে বসে আলোচনা করবে। এই আলোচনার সময় দিশারী ও শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলবে। শিক্ষার্থীরা ওয়ার্কবুকের কাজগুলোর উপরের নির্দেশনা পড়ে নিজে নিজে করবে, সমস্যা হলে দিশারী ও দলের কারোর সহযোগিতা নিবে।

ঋণ বা টাকা ধার করার কারণ:

আমরা অনেকেই জীবনের নানা সময়ে টাকা ধার করে থাকি। মানুষ সাধারণত কেন টাকা ধার বা ঋণ করে থাকে? মূলত যেসব কারণে মানুষ ঋণ বা টাকা ধার করে থাকে:

১. ব্যবসার জন্য বা বিনিয়োগের জন্য (ব্যবসার মালপত্র কিনতে, জায়গা ভাড়া করতে)
 ২. জরুরী কোন অবস্থায় বা বিপদের সময় হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হলে (অসুস্থতা, চুরি বা অন্য কোন ক্ষতি হলে, মেয়ের বিয়ে, ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর জন্য)
 ৩. পরিবারের বা সংসারের খরচ মেটাতে (খাবার খরচ, স্কুলের খরচ ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে)
- আমরা সঞ্চয় করি তাহলে সংসার খরচ বা জরুরী বিপদে আমাদেরকে টাকা ধার করতে হয় না।

ভাল ঋণ খারাপ ঋণ

ঋণ বা টাকা ধার যদি করতেই হয়, আগে বুঝতে হবে, কোন ঋণ নেয়া যায় এবং কোন ঋণ নেয়া ভাল নয় বা কখনোই ঠিক নয়। ভাল ঋণ বলতে বুঝতে হবে যে ঋণ থেকে ভবিষ্যতে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গল্প ৪.২.১: সেতুর ঋণ ভাবনা

সেতু, দিপু ও মিশু তিন বন্ধু গল্প করছে।

সেতু: জিমির সামনে পরীক্ষা। জিমি গরমে খুব কষ্ট পায়। ভাবছি ওর জন্য একটা ফ্যান (বৈদ্যুতিক পাখা) কিনে দেব।

দিপু : এটা তো খুবই ভাল কথা, তাহলে জিমি মনোযোগ দিয়ে পড়বে। এখনকার মত গরম গরম বলে বাইরে ঘুরে বেড়াবে না।

মিশু : কিন্তু সেতু, তুই এত টাকা কোথায় পাবি? সেদিন যখন চাচির অসুখ করল, তখনও তো তুই মজিদ মিয়ার দোকান থেকে ধার করে ওষুধ কিনলি।

সেতু: টাকা ধার করে কিনব। এছাড়া আমি টাকা কোথা থেকে পাব বল।

মিশু: টাকা ধার করবি সেতু। টাকা ধার করা কি ভাল হবে?

সেতু: কেন, টাকা ধার করলেই কি খারাপ? পিনু তো টাকা ধার করেই সেলাইয়ের জন্য কাপড় কিনে আনে। যখন জামা বিক্রি হয়, তখন টাকা শোধ করে।

মিশু : কিন্তু সেতু, তোর টাকা ধার আর পিনুর টাকা ধার করার মধ্যে তো পার্থক্য আছে। পিনু যে কারণে টাকা ধার করে সেখান থেকে টাকা আয় হয়। সে জানে জামা বিক্রি হলে সে তা শোধ করতে পারবে; তোর ক্ষেত্রে তো তা নয়।

দিপু : মিশু ঠিকই বলেছে সেতু। তুই ভাল করে ভেবে দেখ।

সেতু: তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে? সোজা কথায়, যে ঋণ থেকে ভবিষ্যতে রোজগার হবে তা করা যায়। কিন্তু যে ঋণ থেকে রোজগার হয় না তা করা ঠিক না। এই তো?

মিশু: ঠিক তাই।

দিপু: হ্যাঁ, তাই।

গল্প থেকে দেখলে কোন পরিস্থিতিতে ঋণ নেয়া যায় আর কখন ঋণ নেয়া একেবারেই উচিত নয়। ঋণ নিয়ে ভাল ও খারাপ অভিজ্ঞতা দুটাই আছে। পিনু ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছে এবং তার বেশ উন্নতি হচ্ছে। অন্যদিকে, সেতু যখন ফ্যান কিনতে চাইছে তখন তার বন্ধুরা তাকে ঋণ নিতে মানা করছে।

ওয়ার্কশীট ৪.২.১: ঋণের সিদ্ধান্ত

কেন পিনুর ঋণ নেয়া ঠিক আছে কিন্তু সেতুর ঋণ নেয়া ঠিক নয় লিখ:

ওয়ার্কশীট ৪.২.৩: ভাল ঋণ, মন্দ ঋণ

কোন ঋণ থেকে টাকা রোজগারের সম্ভাবনা আছে এবং কেন লিখ:

লাভজনক বিনিয়োগের জন্য ঋণ করলে টাকা রোজগারের বা টাকা বাড়ার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের চাহিদা বা বিপদ-আপদে যদি টাকা ধার করা হয় তা থেকে কোনো আয় হচ্ছে না বরং অন্য কোনো উৎস থেকে সেই টাকা ফেরত বা শোধ করতে হবে। এজন্য এ ধরনের ঋণ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

মনে রেখ: ঋণ নেওয়ার সময় যা যা মনে রাখতে হবে

- ✓ ঋণ কেন নিচ্ছি এবং সেটা কতটা যুক্তিসংগত/বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে।
- ✓ ঋণ নেওয়ার আগেই ভাবতে হবে ঋণের টাকা শোধ করা হবে কিভাবে এবং কতদিনের মধ্যে তা করতে পারব।
- ✓ যে ঋণের টাকা থেকে আয় হয় সে ঋণ করা যায়।
- ✓ সংসারের রোজকার কাজের জন্য ঋণ নেয়া উচিত না, কারণ এখান থেকে আয় হবে না।
- ✓ কিন্তু অনেক সময় হঠাৎ বিপদে পড়লে, কেউ খুব অসুস্থ হলে যেমন: হাসপাতালে নিতে হবে, এজন্য টাকার দরকার, তখন কি করা উচিত? এজন্যই তো আমরা বার বার সঞ্চয়ের কথা বলছি। যদি সে আগে থেকে সঞ্চয় করত তাহলে বিপদের সময় বা জরুরী কাজে ঋণ নিতে হয় না। এজন্যই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা উচিত।

- ✓ আর ঋণ যদি করতেই হয় তাহলে কিভাবে বেশি কাজ করে তা শোধ করব সেটা চিন্তা করে এগুতে হবে।

ঋণের মূল্যবোধ গুলি হল:

- ✓ যে ঋণ থেকে রোজগারের সম্ভাবনা নেই সেটা ভাল ঋণ নয় (সংসারের খরচ, হঠাৎ বড় কোনো টাকার দরকারে, জরুরী অবস্থায়)
- ✓ সংসারের খরচ বা বিপদ আপদের জন্য আমাদের সঞ্চয় করা উচিত
- ✓ লাভজনক ব্যবসা করার জন্য ঋণ নেয়া যায়, কারণ ব্যবসার লাভ থেকে ঋণ শোধ করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে ব্যবসা করে যে লাভ পাবার আশা করছি এতে করে ঋণ শোধ করেও বাড়তি টাকা হাতে থাকবে কিনা। শুধুমাত্র তখনই ঋণ করা সুবিধাজনক হবে; নইলে নয়।

ঋণ নেয়ার উৎস

১. বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন
২. এনজিও বা সমিতি
৩. ব্যাংক
৪. মহাজন

ঋণ দেওয়ার বিভিন্ন উৎসের মধ্যে পার্থক্য হল ঋণের উপর কত টাকা সুদ দিতে হবে, কখন ফেরত দিতে হবে ইত্যাদি। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জন বা সংস্থা,

- বিভিন্ন পরিমাণের টাকা ধার দেয়
- বিভিন্ন পরিমাণের সুদ নেয় বা সুদ নেয় না
- বিভিন্ন পরিমাণের কিস্তি নেয়
- বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে কিস্তি নেয়
- বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়
- দেরীতে কিস্তি পরিশোধ করলে জরিমানা হিসাবে বাড়তি টাকা নেয় বা নেয় না

কোথা থেকে ঋণ নেওয়াটা সুবিধাজনক হবে তা নির্ভর করে যিনি ঋণ বা ধার নিচ্ছেন তার অবস্থা, প্রয়োজন এবং কখন ধার শোধ করার উৎসের উপর।

ঋণের তুলনা

কোথা থেকে ঋণ নেব তা যাচাই বাছাই

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা ঋণ পেতে পারি, যেমন: বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, সমিতি, এনজিও, ব্যাংক, মহাজন ইত্যাদি। কিন্তু এদের মধ্যে থেকে কোথা থেকে ঋণ নিলে ভাল এবং কেন? ঋণ নেয়ার সময় কি দেখে নিতে হয়? ঋণ নেয়ার সময় যে জিনিসগুলি জানতে হবে:

- ✓ সুদের হার কত? সহজ ভাষায়, ১০০ টাকায় ১ বছরে কত টাকা সুদ দিতে হবে?
- ✓ কত দিন পর পর কিস্তি দিতে হবে (মাসে, সপ্তাহে ইত্যাদি)?
- ✓ কত টাকা করে কিস্তি দিতে হবে?
- ✓ কত দিনের মধ্যে পুরো টাকা শোধ করতে হবে?
- ✓ সময়মত পরিশোধ না করতে পারলে কি হবে (বাড়তি টাকা দিতে হবে কি না, জমি জমা নিয়ে নিবে কি না ইত্যাদি)?

ঋণের তুলনা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এক রকম করে তুলনা করা হয়

- সপ্তাহের কিস্তির সাথে সপ্তাহের কিস্তির তুলনা করতে হবে
- মাসের কিস্তির সাথে মাসের কিস্তির তুলনা করতে হবে
- ১০০ টাকার এক বছরে সুদ কত এর সাথে ১০০ টাকার এক বছরে সুদের তুলনা হবে; ১০০০ টাকা বা অন্য কোনো পরিমাণের টাকার সুদের উপর নয়

গল্প ৪.২.২: মিশু ও অপূর ঋণের সিদ্ধান্ত

মিশু আর অপূ দুই বন্ধু। মিশু তার বণ্ডক-বাটিকের ব্যবসার জন্য ২০০০ টাকা ঋণ নিবে ঠিক করেছে। এদিকে অপূ তার একটি হাঁস-মুরগীর খামার শুরু করতে চায়। খুব ছোট থেকে সে শুরু করবে ভাবছে। অপূও ২০০০ টাকা ঋণ নিবে এবং বাকি ১০০০ টাকা সে জমিয়েছে। অপূ মোট ৩০০০ টাকা দরকার। ঋণ নেয়ার জন্য দুই বান্ধবী একসাথে এনজিও 'ক' তে গেল।

তারা এনজিও 'ক' থেকে জানতে পারল, প্রতি সপ্তাহে ২৫ টাকা করে কিস্তি দিতে হবে, তাহলে দুই বছরে ২০০০ টাকা পরিশোধ হবে। মিশু জিজ্ঞাসা করল, সময়মত কিস্তি দিতে না পারলে কী হবে? সেই কর্মকর্তা জানালেন যে, কিস্তির দিন টাকা না দিতে পারলে আরও ৪ দিন অতিরিক্ত সময় দেয়া হবে যদি যথাযথ কারণ দেখিয়ে অসুবিধার কথা জানানো হয়। কিন্তু এরপরও যদি কিস্তি দিতে দেরী হয় তাহলে ২৫ টাকার বদলে ৩০ টাকা দিতে হবে।

তারপর তারা গেল এনজিও ‘খ’ তে। সেখানে কথা বলে তারা জানতে পারল ২০০০ টাকা দুই বছরে শোধ করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ২৩ টাকা করে কিস্টি দিতে হবে। কিন্তু সময়মত কিস্টি দিতে না পারলে প্রতি একদিন দেৱী করার জন্য ২ টাকা করে কিস্টি বাড়বে। মিশু ও অপু বাড়ি ফিরে গেল। রাতে মিশু হিসাব করে দেখল, ওর ব্যবসায় অনেক সময় কাস্টমাররা দেৱীতে টাকা দেয়। এজন্য যদি সময়মত কিস্টি দিতে না পারে এবং ৪ দিন হাতে বেশি সময় থাকে এটা ওর জন্য ভাল। এনজিও ‘খ’ তে যদিও ২৩ টাকা করে কিস্টি, কিন্তু ৪ দিন দেৱী হলে তাকে $২৩+২+২+২+২=৩১$ টাকা দিতে হবে। এনজিও ‘ক’ তে আর ১ সপ্তাহ দেৱী হলে ওকে দিতে হচ্ছে ৩০ টাকা। মিশু সিদ্ধান্ত নিল এনজিও ‘ক’ থেকে ঋণ নিবে।

এদিকে যেহেতু এনজিও ‘ক’তে ২৫ টাকা আর এনজিও ‘খ’ তে ২৩ টাকা করে কিস্টি, অপু সিদ্ধান্ত নিল সে এনজিও ‘খ’ থেকে ঋণ নিবে। এতে করে তাকে কম টাকা দিতে হচ্ছে। অপু সাপ্তাহিক কিস্টি সময়মত দিতে পারবে বলে আত্মবিশ্বাসী ছিল।

অনেক সময় কিস্টি কম হলেও যদি সময়মত কিস্টি পরিশোধ না করতে পারার শর্ত অনেক কঠিন হয় সেক্ষেত্রে সেসব বিষয় চিন্তা করে ঋণ বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জানতে হবে:

- ১০০ টাকায় ১ বছরে কত টাকা সুদ দিতে হবে?
- কত টাকা করে কিস্টি দিতে হবে?
- কত দিন পর পর কিস্টি দিতে হবে (মাসে, সপ্তাহে ইত্যাদি)?
- কত দিনের মধ্যে পুরো টাকা শোধ করতে হবে?
- সময়মত পরিশোধ না করতে পারলে কি হবে (বাড়তি টাকা দিতে হবে কিনা, জমি জমা নিয়ে নিবে কিনা ইত্যাদি)?

সরল সুদের পরিমাণ হিসাব করা

বিনা সুদে আমরা অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু বান্ধব থেকে ধার পেতে পারি। কিন্তু কখনো কখনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দেয়ার শর্তে আমাদের ঋণ নিতে হয় এক্ষেত্রে সুদের পরিমাণ হিসাব করতে পারলে ভাল। নিজে সুদের পরিমাণ হিসাব করতে না পারলে অন্যের থেকেও জেনে নেয়া যেতে পারে। নিজে যদি সাধারণ সুদের হিসাব বের করতে চাও, “তাহলে আমি একটা আলপিন” বা $I=Pin$ এই কথাটা মনে রেখে তোমরা খুব সহজেই তা করতে পারো।

এখানে,

$$I = \text{সুদের পরিমাণ}$$

$$P = \text{ঋণের পরিমাণ}$$

$$i = 100 \text{ টাকার } 1 \text{ বছরের সুদের হার}$$

$$n = \text{বছর}$$

একটা উদাহরণ দিলে সুদের পরিমাণ বা I বের করা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। মনে কর “বি” এনজিও এর সুদের হার ১২% অর্থাৎ এরা ১০০ টাকায় ১ বছরের ১২ টাকা সুদ নিয়ে থাকে। এখন তুমি যদি “বি” এনজিও থেকে ৩ বছরের জন্য ২০০০ টা ধার নিতে চাও তাহলে তোমাকে সুদ কত দিতে হবে তা “ $I=Pin$ ” ব্যবহার করে বের করা যেতে পারে।

$$P = 2000$$

$$i = 12/100$$

$$n = 3$$

অতএব কি দাড়াচ্ছে দেখ, তোমাকে মোট সুদ দিতে হচ্ছে,

$$I = P \times i \times n$$

$$=2000 \times 12/100 \times 1$$

$$=280$$

সুদ আর আসল (তুমি যে টাকার পরিমাণ ঋণ নিয়েছো) মিলে তাহলে তোমাকে মোট $2000+280=2280$ টাকা ফেরত দিতে হবে। এই ২২৮০ টাকাই প্রতি সপ্তাহে বা মাসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কিস্টি হিসাবে পরিশোধ করা হয়।

মনে রেখ:

✓ ঋণ নেয়ার আগে জেনে নিবে

- বছরে কত টাকা সুদ দিতে হবে?
- কত দিন পর পর কিস্টি দিতে হবে (মাসে, সপ্তাহে ইত্যাদি)?
- কত টাকা করে কিস্টি দিতে হবে?
- কত দিনের মধ্যে পুরো টাকা শোধ করতে হবে?
- সময়মত পরিশোধ করতে না পারলে কি হবে (বাড়তি টাকা দিতে হবে কিনা, জরি জমা নিয়ে নিবে কি না ইত্যাদি)?

✓ ঋণের তুলনা করার সময়

- সপ্তাহের কিস্টির সাথে সপ্তাহের কিস্টির তুলনা করতে হবে
- মাসের কিস্টির সাথে মাসের কিস্টির তুলনা করতে হবে
- ১০০ টাকার এক বছরে সুদ কত, এর সাথে ১০০ টাকার এক বছরে সুদের তুলনা হবে; ১০০০ টাকা বা অন্য কোনো পরিমাণের টাকার সুদের উপর নয়

✓ **I=Pin** এই কথটা মনে রেখে সুদের পরিমাণ বের করতে পারবে

✓ নিজে সুদের পরিমাণ হিসাব করতে না পারলে অন্যের থেকেও জেনে নেয়া যেতে পারে

ঋণ নেয়ার সময় যে প্রশ্নগুলি করতে হবে তা হল:

- ১০০ টাকায় এক বছরে কত টাকা সুদ দিতে হবে?
- কতদিন পর কিস্টি দিতে হবে?
- কত টাকা করে কিস্টি দিতে হবে?
- সময়মত কিস্টি দিতে না পারলে কি অসুবিধা হবে?
- কত সময়ের মধ্যে পুরো ধার শোধ করতে হবে?

সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি

ঋণ বা টাকা ধার করে অনেকে খুব ভাল করতে বা ব্যবসায় খাটিয়ে উন্নতি করতে পারে। আবার, অনেক সময় দেখা যায় যে, সময়মত ধার শোধ করতে না পারায় অনেক সময় খুব দুঃখে বা সমস্যায় পড়তে হয়। তোমাদের কি মনে হয়, সাধারণত কি কি কারণে মানুষ সময়মত ধার শোধ করতে পারে না?

চার্ট ৪.২.১: সময়মত ঋণ শোধ না করার কারণ

সময়মত ঋণ শোধ না করার কারণ

- তার ব্যবসা ভাল চলছে না
- ব্যবসার জন্য যে ঋণ নিয়েছিল তা অন্য কাজে খরচ করে ফেলেছে
- তার স্বামীকে টাকাটা দিয়ে দিয়েছে বা পরিবারের অন্য কেউ অদরকারী কাজে টাকাটা খরচ করে ফেলেছে
- টাকা চুরি হয়ে গেছে
- অসুস্থ থাকায় কাজে যেতে পারেনি
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি হয়েছে (বন্যা, খরা, ইত্যাদি কারণে যথেষ্ট আয় / ফসল হয়নি)
- ঋণের টাকা অন্য প্রয়োজনে যেমন: স্কুলের বই খাতা বা বেতনের জন্য খরচ হয়ে গেছে
- ঋণের টাকা পরিবারের জরুরী প্রয়োজনে খরচ হয়ে গেছে
- ব্যবসা ভাল চলে নাই, কারণ ধারে জিনিস বিক্রি করত-
- ঋণ পরিশোধের কিস্তি কবে দিতে হবে খেয়াল রাখা নাই
- ঋণ পরিশোধের জন্য টাকা সরিয়ে রাখা হয় নাই

ঋণ সময়মত শোধ করতে না পারার পেছনে নানা রকম কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে কোনোটা যে ঋণ নিয়ে তার ভুল সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনার অভাব যেমন: ব্যবসার জন্য ঋণ নিয়ে অন্য কোনো কাজে খরচ করে ফেলাটা খুবই বোকামির কাজ। একইভাবে ঋণ পরিশোধের কিস্তির টাকা প্রথমেই সরিয়ে রাখা উচিত এবং তারপর অন্যান্য খরচের কথা চিন্তা করা উচিত। এভাবে পরিকল্পনা ঠিক থাকলে সময়মত ঋণ শোধ করা যায়। অবশ্য, মাঝে মাঝে কিছু দুর্ভাগ্য হয় যেমন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া এবং কাজ করতে না পারায় ঋণের টাকা জোগাড় হয় না। অথবা, যে গরুর দুধ বিক্রি করে ঋণের কিস্তি শোধ হচ্ছিল হঠাৎ গরুটা মরে গেল বা চুরি হল ইত্যাদি। কিন্তু আমরা তো আগেই বলেছি, মানুষের জীবনে এরকম বিপদ আপদ যেকোনো সময় আসতে পারে এবং এজন্যই আমরা সঞ্চয় বা টাকা জমা করাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি।

গল্প ৪.২.৩: তুহিনের ঋণ

তুহিন এনজিও “ক” থেকে ২০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে। সে ব্লক ও বাটিকের ব্যবসা করবে বলে ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু তুহিন সেই টাকা খরচ করে ফেলল সিডি প্লেয়ার কিনে। যখন কিস্টি পরিশোধের সময় আসল, সে পড়ল বিপদে। তুহিন তার বাড়িতে টাকা চাইল। পরিবারের কেউ টাকা দিতে পারল না। সে তার বান্ধবী বকুলের কাছে থেকে ৫০ টাকা ধার নিল। সেখান থেকে সে গানের সিডি কিনে ৩০ টাকা খরচ করে ফেলল। সেবার তুহিন কিস্টি র মিটিংয়ে গেল না, কিস্টিও দিল না। পরের সপ্তাহে যখন এনজিও “ক” এর কর্মীরা টাকা চাইতে তার বাড়ি এল, তুহিন আবার বকুলের কাছে টাকা ধার করতে গেল। বকুল খুব অবাক হয়ে বলল, কেন, তোকে না গত সপ্তাহে টাকা দিলাম?! তুই কিস্টি শোধ করিস নি কেন? আমি তোকে আর টাকা দিব না। তুহিন অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে এনজিও “ক” এর কর্মীদের এই বলে শান্ড করল যে, পরের সপ্তাহে সে টাকা ফেরত দিবে। এরপর রাতে সে ভাবতে লাগল, কী করা যায়, কিভাবে টাকা ফেরত দিবে? পরদিন সকালে সে এনজিও “খ” তে গেল এবং সেখান থেকে ১০০০ টাকা ধার করল। সে ঠিক করল এখান থেকে সে এনজিও “ক” এর ধার শোধ করবে। এভাবে তুহিন আরও একটি ঝুঁকিপূর্ণ ঋণে জড়িয়ে পড়ল।

তুহিনের মত যারা ঋণ নেয় তারা নিচের পরিস্থিতিগুলোতে পড়তে পারে। তোমরা পরিস্থিতিগুলো পড় এবং গল্পটি থেকে যা বুঝতে পেরেছ তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা কর।

পরিস্থিতি: ১

তুহিনের ঋণ দলের সদস্যরা আলোচনা করছে যে তুহিনকে নিয়ে কি করা যায়? বার বার তুহিনের সমসয়মত টাকা ফেরত না দেয়ায় পুরো দলের সমস্যা হচ্ছে।

পরিস্থিতি: ২

সময়মত ঋণ না দেয়ার বাড়িতে এসে ঋণদাতারা অনেক গালমন্দ করে গিয়েছে। দুইবার তুহিনের পরিবার অনেক কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে দিয়েছে। তারপরও তুহিন সেই টাকা শোধ না করে অন্য কাজে খরচ করে ফেলেছে। এদিকে ঋণের সুদ আরও বেড়েই চলেছে এবং এবার ঋণদাতারা হুমকি দিয়ে গিয়েছে ঘরের চাল খুলে নিবে। আশপাশের মানুষজনও তাদের এখন ভাল চোখে দেখছে না।

পরিস্থিতি: ৩

এলাকার দোকানদাররা অনেক সময় চেনা-জানা মানুষদের ধারে জিনিস বিক্রি করে থাকে। দোকানদাররা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে কোন কাস্টমারকে ধারে জিনিস দিবে আর কাকে দিবে না। তুহিন ও তার পরিবার সম্পর্কে এখন তারা আলোচনা করছে।

সময়মত ঋণ শোধ করতে না পারাটা খুব ক্ষতিকর। কারণ, এতে করে ঋণগ্রহীতার উপর ঋণদাতার বিশ্বাস নষ্ট হয় এবং পরবর্তীতে ঋণ পাওয়া যায় না। এছাড়া শুধু যার কাছ থেকে বা যে এনজিওর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে, শুধু তারাই না অন্য মানুষেরা (পাড়া-প্রতিবেশী, দোকানদার) সবার কাছেই তোমার সম্মান নষ্ট হয়। আর, এর ফলে যে ঋণ নিয়েছে এবং সময়মত ফেরত দিতে পারেনি শুধু তার নয়, বরং তার পরিবারও অপমানজনক অবস্থায় পড়ে। সামাজিক অপমান ছাড়াও সময়মত ঋণ শোধ করতে না পারলে আর্থিক ক্ষতি ও হয় যেমনঃ পরে আরও বেশি টাকা ফেরত দিতে হয় (সময়ের সাথে সুদ বাড়ি)। অনেক ঋণ দাতারা সময় ঘর-বাড়িতে এসে ভাঙুর করে,

জমিজমা কেড়ে নেয় ইত্যাদি। সময়মত ঋণ শোধ করতে না পারলে সামাজিক ও আর্থিক দুইভাবেই দুর্দশায় পড়তে হয়।

মনে রেখ:

- ✓ টাকা ধার করার আগেই চিন্তা করতে হবে শোধ করব কিভাবে
- ✓ টাকা শোধ করার সামর্থ্য থাকলেই শুধুমাত্র টাকা ধার করব
- ✓ কিস্তি কবে জমা দিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী টাকা সরিয়ে রাখতে হবে
- ✓ সময়মত কিস্তি জমা দেয়ার জন্য দরকার হলে অন্য খরচ কম করতে হবে
- ✓ সময়মত কিস্তি জমা দিতে না পারলে ঋণদাতার কাছে সত্যি কথা বলে সমস্যার কথা জানাতে হবে
- ✓ কিভাবে কিস্তি পরিশোধ করবে এতে সমস্যা হলে বন্ধু, আত্মীয় পরিচিতদের সাহায্য নিতে হবে
- ✓ কিভাবে ব্যবসায় বেশি জিনিস বিক্রি করা যায় ও ব্যবসায় উন্নতি করা যায় সে চেষ্টা করতে হবে

বিষয় : প্রতিদিনের জমা-খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা জমা-খরচের রেজিস্টারটি দিশারী দলে বসে খুলে দেখবে যে ঠিকমত টাকার হিসাব লিখেছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষনিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ ৪.৩

বিষয়: ঋণ-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- ওয়ার্কবুকের কাজগুলো বিশ্লেষণ করে নিজের জীবনে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

পরিচালনায়: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: বিশ্লেষণ ও দলীয় আলোচনা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট
০২	বিশ্লেষণ	৪০ মিনিট
০৩	প্রতিদিনের জমা খরচ	১০ মিনিট
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বলবেন।

বিষয় : বিশ্লেষণ

সময় : ৪০ মিনিট

এই পাঠে শিক্ষার্থী নিজে নিজে বিশ্লেষণ করবে - দিশারীর সাথে কথা বলে, অর্থশিক্ষার বিষয়বস্তু পড়ে, ওয়ার্কবুকের কাজ করে, দিশারী ও দলের অন্য শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা শুনে- সে কী শিখল, কী জানল। এই জানার মধ্যে কোনটি তার নিজের জীবনে প্রযোজ্য এবং কেন- এসব ভেবে চিন্তে শিক্ষার্থী তার কিছু মতামত ও সিদ্ধান্ত লিখবে।

ওয়ার্কশীট ৪.৩.১: ঋণ পাঠগুলোর আলোচনা থেকে নিজের সিদ্ধান্তগুলো লিখি

নিজের সিদ্ধান্ত :

বিষয় : প্রতিদিনের জমা-খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা জমা-খরচের রেজিস্টারটি দিশারী দলে বসে খুলে দেখবে যে ঠিকমত টাকার হিসাব লিখেছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষণিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

অধ্যায় ৫

বাজেট

পাঠ ৫.১

বিষয়: বাজেট-মুক্ত চিন্তা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- বাজেট কী বলতে পারবে।
- বাজেট এ কী কী থাকে তা বলতে পারবে।
- বাজেট কেন করা দরকার তা বলতে পারবে।

পরিচালনা: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং মুক্ত চিন্তা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	১০ মিনিট
০২	জানতে চাই-প্রশ্ন তৈরি	৩৫ মিনিট
০৩	প্রতিদিনের জমা-খরচ	১০ মিনিট
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ১০ মিনিট

দিশারী সাথী এই অধ্যায়ে কী কী বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হবে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন। এজন্য নিচের তথ্য অনুযায়ী আলোচনা করতে পারেন।

“বাজেট” কথাটি কী তোমরা আগে শুনেছ বলে মনে হয়? আমাদের টাকা দিয়ে কোথায় কোথায় কি কি কাজে সেই টাকা খরচ করবে তার একটা পরিকল্পনা হচ্ছে বাজেট।

বাজেট কথাটির খুব প্রচলিত ব্যবহার হল বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর জুন মাসে জুলাই মাস থেকে আগামী বছর জুন মাস পর্যন্ত কোন খাতে (কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) কত টাকা বরাদ্দ - এ নিয়ে বাজেট ঘোষণা করে থাকে। যেভাবে দেশের জন্য বাজেট তৈরি করা হয়, তেমনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও বাজেট করা যায়। যার যার প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী সপ্তাহের, মাসের, ৬ মাসের, এক বছরের বা আরও বেশিদিনের জন্য বাজেট তৈরি করা যায়।

বাজেট হচ্ছে একধরনের পরিকল্পনা এবং বাজেট মানেই হল ভবিষ্যতের আয় এবং ব্যয় বা খরচের একটা আনুমানিক হিসাব। কিভাবে, কোন খাতে কত টাকা খরচ করব তার একটা আগাম হিসাব করে বাজেট করা হয়। বাজেট তৈরি করতে অবশ্যই যা থাকতে হবে তা হল মোট আয়, মোট খরচ এবং মোট কত টাকা থেকে যাবে।

বাজেট করে চললে তুমি জানবে কোন কাজের জন্য তুমি কত টাকা খরচ করতে পার এবং অনিয়ন্ত্রিত খরচের সম্ভাবনা কমে।

বিষয় : জানতে চাই-প্রশ্ন তৈরি

সময় : ৩৫ মিনিট

আগামী পাঠে দিশারীর সাথে বাজেট বিষয়ে আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রস্তুত করবে। কিভাবে দিশারীর সাথে কথা বলে, দিশারীর জীবনের অভিজ্ঞতা শুনে তার মাধ্যমে শিখবে এজন্য শিক্ষার্থীরা মনে মনে চিন্তা করবে যে- সে কী জানতে চায় এবং কী প্রশ্ন করে সে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জেনে নিতে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলি যার যার ওয়ার্কবুকে লিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজে নিজে প্রশ্ন তৈরি করার পর তার দলের অন্য শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা করে প্রশ্ন সংযোজন-বিয়োজন করতে পারে।

ওয়ার্কশীট ৫.১.১: বাজেট কী, দিশারী কীভাবে বাজেট করেন তা জানার জন্য দিশারীর কাছে কি কি জানতে চাইবে লিখ:

ক্রমিক নং	প্রশ্ন

বিষয় : প্রতিদিনের জমা-খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা জমা-খরচের রেজিস্টারটি দিশারী দলে বসে খুলে দেখবে যে ঠিকমত টাকার হিসাব লিখেছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষণিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ ৫.২

বিষয়: বাজেট -দিশারীর সাথে আলোচনা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- বাজেট কী বলতে পারবে
- বাজেট করতে হলে কী কী জানতে হয় তা বলতে পারবে
- নিজের জন্য এক মাসের একটি বাজেট করতে পারবে

পরিচালনায়: দিশারী সাথী ও দিশারী

পদ্ধতি: দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং ওয়ার্কশীট পূরণ

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাস্ক, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়	পরিচালনায়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী
০২	দিশারীর সাথে আলোচনা	৪০ মিনিট	দিশারী
০৩	প্রতিদিনের জমা-খরচ	১০ মিনিট	দিশারী
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট	দিশারী সাথী

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়

সময় : ৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু মনে করিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীরা যার যার দিশারীর সাথে দলে বসবে।

বিষয়: দিশারীর সাথে আলোচনা

সময় : ৪০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা যার যার দিশারী দলে বসে ওয়ার্কবুক খুলে বাজেট পাঠের বিষয়বস্তু, গল্প দলে বসে আলোচনা করবে। এই আলোচনার সময় দিশারী ও শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলবে। শিক্ষার্থীরা ওয়ার্কবুকের কাজগুলোর উপরের নির্দেশনা পড়ে নিজে নিজে করবে, সমস্যা হলে দিশারী ও দলের কারোর সহযোগিতা নিবে।

গত পাঠ থেকে জেনেছ যে আয় এবং খরচ এই দুইটা বিষয় বাজেট তৈরিতে অবশ্যই লাগবে। কিন্তু, বাজেট আসলে কী?

চার্ট ৫.২.১: বাজেট

বাজেট

আমাদের টাকা দিয়ে কোথায় কোথায় কি
কি কাজে সেই টাকা খরচ করব তার
একটা পরিকল্পনা হচ্ছে বাজেট।

অতএব বলা যায় বাজেট হচ্ছে একধরনের পরিকল্পনা এবং বাজেট মানেই হল ভবিষ্যতের আয় এবং ব্যয় বা খরচের একটা আনুমানিক হিসাব। কিভাবে, কোন খাতে কত টাকা খরচ করব তার একটা আগাম হিসাব করে বাজেট করা হয়। বাজেট তৈরি করতে অবশ্যই যা থাকতে হবে তা হল মোট আয়, মোট খরচ এবং মোট কত টাকা থেকে যাবে।

চার্ট ৫.২.২: বাজেট করতে যা দরকার

বাজেট করতে যা দরকার

১. **আয়:** কোন কোন উৎস থেকে কত টাকা আসতে পারে তার একটা হিসাব
২. **ব্যয় (খরচ):** কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করব তার একটা হিসাব
৩. **অতিরিক্ত আয় /ব্যয় :** (আয়- ব্যয়)
সব খরচের পর আমার হাতে আর কত টাকা থেকে যাবে।

গল্পটি পড় ও আলোচনা কর।

গল্প ৫.২.১: মন্টির বাজেট

মন্টি পরীক্ষায় ভাল করায় মামা তাকে উপহার হিসেবে ৫০০ টাকা দিবেন বলেছেন। মন্টি এই টাকা দিয়ে একটা ফেয়ার এন্ড লাভলী কিনবে বলে ঠিক করল। এজন্য তার ৩০ টাকা লাগবে। এছাড়াও মন্টি একটা নতুন জামা কিনতে চায়। এজন্য তার আনুমানিক ৪৫০ টাকা লাগবে। হঠাৎ করে পাওয়া এই টাকা কিভাবে কোন খাতে খরচ করবে এজন্য মন্টি একটি বাজেট তৈরি করেছে। নিচে মন্টির বাজেটটি দেয়া হল।

চার্ট ৫.২.৩: মন্দির বাজেট

মন্দির বাজেট	টাকার পরিমাণ
আয়	
মামা	৫০০
ব্যয় (খরচ)	
জামা	৪৫০
ফেয়ার এন্ড লাভলী	৩০
মোট খরচ	৪৮০
অতিরিক্ত আয় / ব্যয় (আয়-ব্যয়) = (৩০০-২৮০) =	২০

এবার “মিথুনের খরচ” গল্পটি পড় এবং মিথুনের জন্য একটি বাজেট তৈরি কর।

গল্প ৫.২.২: মিথুনের খরচ

মিথুন নবম শ্রেণীতে পড়ে; পাশাপাশি ব্র্যাক নেত্রী হিসাবে কিশোরী ক্লাবে কাজ করে। সেখান থেকে প্রতি সপ্তাহে তার ৫০ টাকা আয় হয়। সে তার মায়ের উৎসাহে সমিতিতে টাকা রাখে। প্রতি সপ্তাহে সেখানে ২০ টাকা জমা দিতে হয়। মিথুন গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসে। সে প্রতি বৃহস্পতিবার পড়ার জন্য ১০ টাকা দিয়ে দুইটা বই ধার করে। এছাড়া সে ১০ টাকা বাসার মোবাইলে ফ্লেক্সিলোড করে। আগামী এক সপ্তাহে মিথুন কিভাবে তার আয়ের মধ্যে চলবে এজন্য একটা বাজেট তৈরি করেছে।

ওয়ার্কশীট ৫.২.১: মিথুনের খরচ গল্পটি পড়ে মিথুনের বাজেট তৈরি কর

মিথুনের বাজেট	টাকার পরিমাণ

যেভাবে একটা টাকার উৎসের জন্য বাজেট করা যায়, একই ভাবে অনেক উৎস থেকে টাকা পেলে বা অনেকদিনের জন্য বাজেট করা যায় (যেমন: মাস বা এক বছরের জন্য বা তারও বেশি- ২ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি)।

গল্প ৫.২.৩: বকুলের বাজেট তৈরি

বকুলরা দুই ভাইবোন; বকুল বড়। বকুল কলেজে পড়ে। এর সাথে সাথে সে টিউশনি করে। ৪ জনকে ব্যাচে পড়ায় আর ৩ জন ওর কাছে বাসায় এসে পড়ে। টিউশনি থেকে বকুলের ১৭০০ টাকা মাসে আয় হয়। এছাড়াও পাণ্ডির কাজ করে (জরি চুমকির কাজ) মাসে তার ১৫০/২০০ টাকা রোজগার হয়। কোনো মাসে একটু বেশি আয় হয়; কোনো মাসে কম হয়। ওর বাবা আগে কৃষিকাজ করত, পরে ব্যবসা করতে গিয়ে টাকা লোকসান হওয়ার পর ওদের অবস্থা এখন বেশি ভাল না। এছাড়া বকুল মা ঘরে হাঁস-মুরগী পালে, সেই ডিম বাজারে বিক্রি করে কিছু টাকা পায়। বকুল পরিবারে বোঝা হতে চায় না; পারলে কিছু সাহায্য করে। এজন্য সে নিজের খরচ নিজেই চালায়। সংসার খরচের জন্য মাকে প্রতিমাসে ৮০০ টাকা দেয়। ছোট ভাইকে প্রাইভেট পড়ার জন্য ৩০০ টাকা দেয়। এছাড়াও নিজের টুকটাক খরচ- খাতা-কলম, কলেজে আসা যাওয়া, সাজগোজের জিনিস, কানের দুল, চুড়ি -এসব খরচ নিজেই চালায়। বকুল সমিতিতে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে জমা রাখে।

সামনের মাসে বকুল কিভাবে খরচ চালাবে এজন্য একটা বাজেট তৈরি করেছে। বকুলের বাবা যখন ব্যবসা করত, তখন সে দেখত যে বাবা এগুলি লিখে রাখছে। এভাবেই সে লিখে রাখার অভ্যাস করেছে।

চার্ট ৫.২.৪: বকুলের এক মাসের বাজেট

বকুলের এক মাসের বাজেট	টাকার পরিমাণ
আয়	
টিউশনি	১৭০০
পান্ডির কাজ (জরি-চুমকির কাজ)	২০০
মোট আয়	১৯০০
ব্যয় (খরচ)	
পরিবার	
মা	৮০০
ছোট বোনের মাস্টার	৩০০
নিজের	
কলেজে যাতায়াত ও খাওয়া	২০০
কলেজের বেতন	৩০০
অন্যান্য (খাতা-কলম, জামা-জুতা, শখের জিনিস ইত্যাদি)	১০০
সমিতিতে জমা	১০০
মোট খরচ	১৮০০
অতিরিক্ত আয় /ব্যয় (আয়-ব্যয়)=(১৯০০-১৮০০)=	১০০

নিচের বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে পারো কিনা:

বকুল নিজ, পরিবারের খরচ আলাদা ভাবে হিসাব করে এবং সে অনুযায়ী বাজেট করে।

মনে রেখ:

বাজেট করতে হলে ধাপগুলি হল:

১. সব আয় এক সাথে লিখে যোগ করে মোট আয় বের করতে হবে।
২. সব ব্যয় একসাথে লিখে যোগ করে মোট ব্যয় বের করতে হবে।
৩. ব্যয় লেখার সময় নিজের, পরিবারের খরচ আলাদা লিখা ভাল। (যদি কারও ব্যবসা থাকে তাহলে ব্যবসা ও আলাদা লিখতে হবে)।
৪. মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বিয়োগ করলে জানা যাবে আর কত জমা থাকবে।

বাজেট থেকে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি?

আয়-এখানে দেখাচ্ছে, কত বিভিন্ন জায়গা থেকে তুমি টাকা পাও এবং কোথা থেকে কত টাকা পাও

ব্যয়- এখানে দেখাচ্ছে, কোথায় কোথায় কত টাকা খরচ করতে যাচ্ছ এবং সব মিলিয়ে মোট কত টাকা খরচ হবে

মোট- এখানে দেখাচ্ছে, খরচ করার পর হাতে টাকা থেকে যাবে নাকি আয়ের চেয়ে খরচ বেশি হচ্ছে

কি কি ভাবে বকুল টাকা পায়?

বকুলের মাসিক আয় কত?

বকুলের পরিবারের খরচ কত?

বকুল কি আয়ের চেয়ে খরচ বেশি করে?

প্রশ্নের উত্তর

কী কী ভাবে বকুল টাকা পায়? (টিউশনি, জরি-চুমকির কাজ)

বকুলের মাসিক আয় কত? (১৯০০ টাকা)

পরিবারের জন্য বকুলের খরচ কত? (১১০০ টাকা)

বকুল কি আয়ের চেয়ে খরচ বেশি করে? (না, বাজেট মত চলতে পারলে খরচ করেও পিনুর হাতে ১০০ টাকা থেকে যাবে। সে মাসে এই ১০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারে)

সিফাতের এক মাসের বাজেটটি পড় ও আলোচনা কর।

চার্ট ৫.২.৫: সিফাতের এক মাসের বাজেট

সিফাতের এক মাসের বাজেট	টাকার পরিমাণ
আয়	
টিউশনি	৪০০
ব্র্যাক কিশোরী ক্লাবের নেত্রী হিসেবে কাজ করে	২০০
কাঁথা সেলাই	১০০
মোট আয়	৭০০
ব্যয় (খরচ)	
পরিবার	
মাকে সংসার খরচের জন্য	৪৫০
নিজের	
কলেজে যাতায়াত	১০০
অন্যান্য (খাতা-কলম, স্নো পাউডার, চুড়ি, উপহার ইত্যাদি)	৮০
ব্যবসা	
কাঁথা সেলাইয়ের সুই-সুতার খরচ	১০০
মোট খরচ	৭৪০
অতিরিক্ত আয় /ব্যয় (আয়-ব্যয়)=(৭০০-৭৪০)=	-৪০

সিফাতের বাজেট থেকে নিচের বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে পারো কিনা দেখ:

১. সিফাত ব্যবসার খরচ ধরে বাজেট করে
২. সিফাতের বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয় (খরচ) বেশি; তার মোট -৪০। এটি কখনোই একটি ভাল বাজেট হতে পারে না। সিফাতের বাজেটটি নতুন করে করতে হবে। হয় আয় বাড়াতে হবে অথবা খরচ কমাতে হবে।

বাজেট করা কেন দরকার?

- বাজেট তৈরি করে কাজ করলে সঞ্চয় করা যায়
- ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ ও অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা যায়
- এক কথায়, আয় বুঝে ব্যয় করে জীবনে উন্নতি করা যায়

ওয়ার্কশীট ৫.২.২: তোমার নিজের জন্য এক মাসের বাজেট তৈরি কর।

নিজের এক মাসের বাজেট	টাকার পরিমাণ

মনে রেখ:

- ✓ বাজেট হচ্ছে ভবিষ্যতের একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে কত টাকা পাওয়া যাবে এবং কি কি কাজে সেই টাকা খরচ করা যাবে তার একটা পরিকল্পনা
- ✓ বাজেট করতে হলে দরকার
 - আয়: কোন কোন উৎস থেকে কত টাকা আসতে পারে তার একটা হিসাব
 - ব্যয় (খরচ): কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ হবে তার একটা হিসাব
- ✓ মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বিয়োগ করে দেখতে হবে যেন ব্যয় থেকে আয় বেশি হয়
- ✓ আয় থেকে ব্যয় বেশি হলে, ব্যয় কমাতে হবে এবং নতুন করে বাজেট করতে হবে
- ✓ বাজেট তৈরি করে কাজ করলে
 - সঞ্চয় করা যায়
 - ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ ও অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা যায়
 - এক কথায়, আয় বুঝে ব্যয় করে জীবনে উন্নতি করা যায়

বিষয় : প্রতিদিনের জমা-খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা জমা-খরচের রেজিস্টারটি দিশারী দলে বসে খুলে দেখবে যে ঠিকমত টাকার হিসাব লিখেছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষনিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

পাঠ ৫.৩
বিষয়: বাজেট-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা -

- ওয়ার্কবুকের কাজগুলো বিশ্লেষণ করে নিজের জীবনে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

পরিচালনায়: দিশারী সাথী

পদ্ধতি: বিশ্লেষণ ও দলীয় আলোচনা

উপকরণ: বোর্ড, কোর্স পরিচিতি চার্ট, হাসি-কান্না ফর্ম, বেনামি চিঠির বাক্স, জমা-খরচের রেজিস্টার ও ওয়ার্কবুক

সময়: ১ ঘন্টা

পাঠ সংক্ষেপ

	বিষয়	সময়
০১	শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয়	০৫ মিনিট
০২	বিশ্লেষণ	৪০ মিনিট
০৩	প্রতিদিনের জমা খরচ	১০ মিনিট
০৪	আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি	০৫ মিনিট

বিষয় : শুভেচ্ছা বিনিময় ও আজকের পাঠের বিষয় বলা

সময় : ৫ মিনিট

দিশারী সাথী সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আজকের পাঠের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বলবেন।

বিষয় : বিশ্লেষণ

সময় : ৪০ মিনিট

এই পাঠে শিক্ষার্থী নিজে নিজে বিশ্লেষণ করবে - দিশারীর সাথে কথা বলে, অর্থশিক্ষার বিষয়বস্তু পড়ে, ওয়ার্কবুকের কাজ করে, দিশারী ও দলের অন্য শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা শুনে- সে কী শিখল, কী জানল। এই জানার মধ্যে কোনটি তার নিজের জীবনে প্রযোজ্য এবং কেন- এসব ভেবে চিন্তে শিক্ষার্থী তার কিছু মতামত ও সিদ্ধান্ত লিখবে।

ওয়ার্কশীট ৫.৩.১: বাজেট বিষয়ের পাঠগুলোর আলোচনা থেকে নিজের সিদ্ধান্তগুলো লিখি

নিজের সিদ্ধান্ত :

বিষয় : প্রতিদিনের জমা-খরচ

সময় : ১০ মিনিট

শিক্ষার্থীরা জমা-খরচের রেজিস্টারটি দিশারী দলে বসে খুলে দেখবে যে ঠিকমত টাকার হিসাব লিখেছে কিনা। ছকটি পূরণ করতে ভুল করলে বা বুঝতে না পারলে অন্য শিক্ষার্থী বা দিশারী সাথীর সাহায্য নিবে।

শিক্ষার্থীরা দলে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তারা কিভাবে টাকা পাচ্ছে, কত টাকা জমা হল, কোথায় কে কী কাজে টাকা খরচ করল, তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হল- এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই আলোচনায় কেউ যেন বিচারমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এ ব্যাপারে দিশারী সাথী খেয়াল রাখবেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

প্রতিদিনের জমা-খরচ: (প্রতিদিনের জমা-খরচ রেজিস্টারের নমুনা ছক)

আমার প্রতিদিনের জমা -খরচ					
তারিখ	আমার কাছে আছে		টাকা খরচ হল		আমার কাছে থাকল /ব্যালেন্স
	পূর্বের জমা ও টাকার উৎস	টাকার পরিমাণ	খরচের কারণ	টাকার পরিমাণ	

বিষয় : আজকের পাঠ কেমন লাগল ও বেনামি চিঠি

সময় : ০৫ মিনিট

সবশেষে শিক্ষার্থীরা “হাসি-কান্না” ফর্মে তাদের তাৎক্ষণিক মতামত জানাবে। এছাড়া কেউ বেনামি চিঠি লিখে থাকলে বাস্তবে ফেলবে।

দিশারী সাথী “হাসি-কান্না” ফর্মের টিক চিহ্নগুলি গুণে মোট উপস্থিতির সংখ্যা লিখে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

The development of this material has been funded by the UKaid from the Department for International Development; however the views expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the Department for International Development and Population Council's official policies.

The development of this material has been funded by the UKaid from the Department for International Development; however the views expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the Department for International Development and Population Council's official policies.